

সংস্কৃত

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

সংস্কৃত

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মাধবী চন্দ

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য

নিরঙ্গন অধিকারী

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ ১৯৯৬

পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৮

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনোক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মূদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সপ্তম শ্রেণির সংকৃত পাঠ্যপুস্তকটি যদিও বাংলা হরফে লিখিত কিন্তু এর ভাষা সংকৃত। পুস্তকটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বেদ, মহাভারত ও শ্রীমত্তগবদ্ধ গীতার অবিলম্বী শোক ও স্তোত্রের অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। সমাজের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য পুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের আদর্শিক গল্প সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে প্রয়োজনীয় ও সহজ ব্যাকরণ ও সংযোজন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষায় সহায়ক হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলগ্রন্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমূলক করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোভ্যানে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতভর্তার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্রম্

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ	বিষয়াঃ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
প্রথমঃ অধ্যায়ঃ		দশমঃ পাঠঃ	২১
প্রথমঃ পাঠঃ	১	সৈশুরসেতাত্ম	
কৃষক-রাজহংসী-কথা		একাদশঃ পাঠঃ	২৩
দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ	৩	নীতিশোকাঃ	
কাক-শূগাল-কথা		দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ	
তৃতীয়ঃ পাঠঃ	৫	প্রথমঃ পাঠঃ	২৬
মিথ্যাবাদী মেষপালকঃ		বর্ণপ্রকরণম্	
চতুর্থঃ পাঠঃ	৭	দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ	৩০
হংস-কাক-ব্যাধ-কথা		সন্ধিপ্রকরণম্	
পঞ্চমঃ পাঠঃ	৯	তৃতীয়ঃ পাঠঃ	৩৭
সিংহ-মূষিক-কথা		লিঙ্গপ্রকরণম্	
ষষ্ঠঃ পাঠঃ	১১	চতুর্থঃ পাঠঃ	৪০
ভক্তঃ প্রহৃদঃ		শব্দুরূপঃ	
সপ্তমঃ পাঠঃ	১৪	পঞ্চমঃ পাঠঃ	৪৮
শূগাল-দ্রাক্ষাফল-কথা		ধাতুরূপঃ	
অষ্টমঃ পাঠঃ	১৭	ষষ্ঠঃ পাঠঃ	৫৫
দেবী সরস্বতী		অব্যয়প্রকরণম্	
নবমঃ পাঠঃ	১৯	সপ্তমঃ পাঠঃ	৫৭
ভগবান् শ্রীকৃষ্ণঃ		কারক-বিভক্তিঃ	
		অভিধানিকা	
			৬২

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাঠঃ

কৃষক-রাজহংসী-কথা

অয়ঃ বিষ্ণুপুরং নাম গ্রামঃ । অত্র গোপালো নাম দরিদ্রঃ কৃষকো নিবসতি । তস্য একা রাজহংসী অস্তি । সা প্রত্যহম্ একং স্বর্ণডিশং প্রসূতে । তেন কৃষকঃ আনন্দিতো ভবতি । একদা স চিন্তয়তি, “অস্যাঃ গর্ভে অবশ্যমেব বহবঃ স্বর্ণডিশাঃ সন্তি । যদ্যাহং সর্বান् ডিশান् একত্র প্রাপ্নোমি তর্হি ধনবান্ ভবিষ্যামি ।”

একদা লোভী কৃষকঃ হংসীং নিহন্তি । কিন্তু স তস্যাঃ গর্ভে একমপি ডিশং ন প্রাপ্নোতি । তস্মাত্ত তস্য মনসি অতীব দুঃখে জায়তে । অতঃ স উচ্চেঃ রোদিতি ।

লোভঃ দুঃখস্য কারণম् ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : নিবসতি - বাস করে । তস্য - তার । প্রত্যহম্ - প্রতিদিন । প্রসূতে - প্রসব করে । চিন্তয়তি - চিন্তা করে । অস্যাঃ - এর । প্রাপ্নোমি - পাই । তর্হি - তাহলে । নিহন্তি - হত্যা করে । প্রাপ্নোতি - পায় । তস্মাত্ত - সেই হেতু । মনসি - মনে । জায়তে - জন্মগ্রহণ করে । রোদিতি - রোদন করে । দুঃখস্য - দুঃখের ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিশেষণ : গোপালো নাম = গোপালঃ + নাম । কৃষকো নিবসতি = কৃষকঃ + নিবসতি । প্রত্যহং = প্রতি + অহং । অবশ্যমেব = অবশ্যম্ + এব । একমপি = একম্ + অপি । অতীব = অতি + ইব । যদ্যাহম্ = যদি + অহম্ ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : স্বর্ণডিশং - কর্মে ২য়া । তেন - হেতুর্থে ৩য়া । অস্যাঃ - সমন্বে শেষটী । হংসীং - কর্মে ২য়া । গর্ভে - অধিকরণে ৭মী । তস্মাত্ত - হেতুর্থে ৫মী । মনসি - অধিকরণে ৭মী ।

প্রশ্নমালা

১) সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) টিক দাও :

- ক) বিষ্ণুপুর একটি নদীর / পাহাড়ের / শহরের / গ্রামের নাম ।
- খ) রাজহংসী প্রসব করত সোনার / রূপার / হীরার / মুক্তার ডিম ।
- গ) লোভী কৃষক রাজহংসীকে আঘাত করেছিল / মেরেছিল / খাচায় ভরেছিল / নদীতে ছেড়ে দিয়েছিল ।
- ঘ) স্বর্ণডিশ না পেয়ে কৃষক বিলাপ করেছিল / মাটিতে ঝুঁটিয়ে পড়েছিল / ছেলেকে মেরেছিল / রোদন করেছিল ।
- ঙ) লোভ পাপের / বেদনার / যত্নণার / দুঃখের কারণ ।

২। শুন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) —— কৃষকঃ আনন্দিতো ভবতি ।
- খ) লোভী কৃষকঃ হংসীঃ—— ।
- গ) মনসি —— দুঃখঃ জায়তে ।
- ঘ) অতঃ স —— রোদিতি ।
- ঙ) —— দুঃখস্য কারণম् ।

৩। বাংলায় উভর দাও :

- ক) বিষুপুর কিসের নাম ?
- খ) গোপাল কে ছিল ?
- গ) গোপাল কেথায় বাস করত ?
- ঘ) রাজহংসী প্রতিদিন কি প্রসব করত ?
- ঙ) একদিন কৃষক কি করেছিল ?
- চ) কৃষকের মনে দুঃখ হয়েছিল কেন ?
- ছ) লোভ কিসের কারণ ?

৪। বাক্য রচনা কর :

অত্র, অস্তি, প্রসৃতে, একত্র, মনসি ।

৫। শব্দার্থ লেখ :

প্রত্যহম্, চিন্তয়তি, তস্য, প্রাপ্তোমি, দুঃখস্য ।

৬। সম্বিচেদ কর :

প্রত্যহং, অবশ্যমেব একমপি, যদ্যহম্ ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

তেন, তস্মাত্, হংসীঃ, মনসি, গর্ভে ।

৮। গজাটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ ।

৯। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

- ক) তস্য একা প্রসৃতে ।
- খ) একদা স ভবিষ্যামি ।
- গ) কিন্তু স জায়তে ।

১০। ‘কৃষক-রাজহংসী-কথা’ গজাটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

কাক-শূগাল-কথা

অস্তি গ্রামপ্রান্তে একং শ্যামলমরণ্যম্ । তত্ত্ব তিষ্ঠিতি একো বিশালঃ বটবৃক্ষঃ । একদা একঃ কাকঃ কস্যাচিত্ত
কৃষকস্য গৃহাত্ত একং পিষ্টকখড়ম্য আনীতবান् । ততঃ স বৃক্ষশাখায়াম্ উপবিষ্টঃ । তস্মিন् কালে একঃ শূগালঃ
তত্রাগতঃ । কাকস্য মুখে পিষ্টকখড়ৎ দ্ব্যৌ তস্য লোভো জাতঃ । সঃ অবদৎ, “মিত্র! মধুরং তে দর্শনম্ ।
কঠোৰ্বিপি মধুরঃ । তব কষ্টাত্ম গানং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি । কৃপয়া গানং কুরু । প্রসন্নং ভবতু মে মনঃ ।”

শূগালস্য মুখাত্ম প্রশংসাং শুভ্রা কাকঃ বিমুগ্ধঃ অভবৎ । স পরমানন্দেন ‘কা কা’ ইতি শব্দমকরোৎ । তেন তস্য
মুখাত্ম পিষ্টকখড়ৎ ভূমৌ পতিতম্য । শূগালঃ হর্ষেণ তদ্ব ভক্ষয়তি স্য ।

খলো ন বিশুসনীয়ঃ ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : অরণ্যম—বন । তত্ত্ব—সেখানে । কৃষকস্য—কৃষকের । গৃহাত্ম—ঘর থেকে ।
আনীতবান—এনেছিল । বৃক্ষশাখায়াম—গাছের ডালে । দ্ব্যৌ—দেখে । পিষ্টকখড়ৎ—পিঠার টুকরো ।
শ্রোতুম—শুনতে । কৃপয়া—দয়া করা । শুভ্রা—শুনে । ভূমৌ—মাটিতে । হর্ষেণ—আনন্দের সঙ্গে ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ: শ্যামলমরণ্যম = শ্যামলম + অরণ্যম । তত্রাগতঃ = তত্ত্ব + আগতঃ । কঠোৰ্বিপি = কঠঃ +
আপি । পরমানন্দেন = পরম + আনন্দেন । শব্দমকরোৎ = শব্দম + অকরোৎ । খলো ন = খলঃ + ন ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : গ্রামপ্রান্তে—অধিকরণে ৭মী । গৃহাত্ম—অপাদানে ৫মী । বৃক্ষশাখায়াম =
অধিকরণে ৭মী । পিষ্টকখড়ৎ—কর্মে ২য়া । কৃপয়া—হেতুর্থে ৩য়া । মুখাত্ম—অপাদানে ৫মী ।
শূগালঃ—কর্তায় ১মা ।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

- ক) কাক কৃষকের ঘর থেকে এনেছিল মাছ / পিঠা / ইঁদুর / মাংস ।
- খ) পিঠা নিয়ে কাক বসেছিল গাছের ডালে / ঘরের চালে / ফুলবাগানে / আমগাছের অঠভাগে ।
- গ) শূগালের লোভ হয়েছিল মাংস / মাছ / কলা / পিঠা দেখে ।
- ঘ) শূগাল কাককে সম্মোধন করেছিল ভাই / মিত্র / দাদা / কাকা বলে ।
- ঙ) পিঠার টুকরো পড়েছিল মাটিতে / টিনের চালে / গাছের ডালে / নদীর জলে ।

২। বাংলায় উভর দাও :

- ক) বটবৃক্ষটি কোথায় ছিল ?
- খ) কাক কৃষকের ঘর থেকে কি এনেছিল ?
- গ) কাকাটি কোথায় বসেছিল ?
- ঘ) শৃঙ্গাল কোথায় এসেছিল ?
- ঙ) তার লোভ হল কেন ?
- চ) শৃঙ্গাল কাককে কি বলেছিল ?
- ছ) কাক কেন মুগ্ধ হল ?
- জ) মুগ্ধ হয়ে কাক কি করল ?
- ঝ) পিষ্টকখড় কোথায় পଡ়ে গেল ?
- ঝঃ) শৃঙ্গাল তখন কি করল ?

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) অস্তি গ্রামপ্রান্তে —— শ্যামলমুণ্ডাম্ ।
- খ) স —— উপবিষ্টঃ ।
- গ) কঠোৱপি —— ।
- ঘ) —— ভবতু মে মনঃ ।
- ঙ) পিষ্টকখড়ং ভূমৌ —— ।

৪। বাক্যরচনা কর :

গৃহাণ, কাকস্য, দর্শনম্, মনঃ, ভূমৌ ।

৫। শব্দার্থ লেখ :

গৃহাণ, বৃক্ষশাখায়াম্, আনীতবান्, দৃষ্টা, শ্রোতুম্ ।

৬। সম্প্রিবিচ্ছেদ কর :

ত্রাগতঃ, কঠোৱপি, পরমানন্দেন, শব্দমকরোৎ, গোভো জাতঃ ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

গৃহাণ, বৃক্ষশাখায়াম্, পিষ্টকখড়ং, কঠাণ, শৃঙ্গালঃ, ভূমৌ ।

৮। গজাটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ এবং তার বাংলা অনুবাদ কর ।

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) একদা একঃ ত্রাগতঃ ।

খ) সঃ অবদৎ ইচ্ছামি ।

গ) শৃঙ্গালস্য মুখ্যাণ শব্দমকরোৎ ।

ঘ) তেন তস্য ভক্ষয়তি স্ম ।

১০। 'কাক-শৃঙ্গাল-কথা' গজাটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

তৃতীয়ং পাঠঃ

মিথ্যাবাদী মেষপালকঃ

আসীৎ রমেশো নাম কশ্চিৎ মেষপালকঃ। স প্রতিদিনং ক্ষেত্ৰে মেষান् অচৱয়ৎ। কৌতুকাত্ প্রায়শঃ সোৰ্বদৎ, “ভো জনাঃ! ব্যাঘৃঃ আগতঃ। কৃপয়া রক্ষত মে জীবনম্।” তস্য আর্তনাদং শুত্রা লোকাস্তত্ত্ব আগচ্ছন্ত। স তান् দৃঢ়া উচৈরহসৎ। প্রতারিতাঃ জনাঃ গৃহং প্রত্যাগতাঃ। প্রায় এব স এবং করোতি স্ম।

একদা সত্যমেব কশ্চিৎ ব্যাঘৃঃ আগতঃ। ভয়ার্তঃ মেষপালকঃ প্রাণৰক্ষার্থং জনান্ আহৃতবান्। কিন্তু স মিথ্যাবাদী ইতি সর্বে অমন্যন্ত। অতো ন কোৰ্পি তৎসমীপম্ আগতঃ। ব্যাঘৃঃ অনায়াসেন রমেশং মেষান্ চ অভক্ষয়ৎ।

পরিহাসেনাপি মিথ্যাভাষণং ন কর্তব্যম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : আসীৎ — ছিল। অচৱয়ৎ — চৰাত। ব্যাঘৃঃ — বাঘ। কৃপয়া — দয়া করে। শুত্রা — শুনে। দৃঢ়া — দেখে। অহসৎ — হেসেছিল। ভয়ার্তঃ — ভীত। প্রাণৰক্ষার্থং — প্রাণৰক্ষার জন্য। আহৃতবান্ — ডেকেছিল। অভক্ষয়ৎ — খেয়েছিল।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিধিচ্ছেদ : কশ্চিৎ = কঃ + চিৎ। সোৰ্বদৎ = সঃ + অবদৎ। লোকাস্তত্ত্ব = লোকাঃ + তত্ত্ব। উচৈরহসৎ = উচৈঃ + অহসৎ। সত্যমেব = সত্যাম্ + এব। কোৰ্পি = কঃ + অপি। পরিহাসেনাপি = পরিহাসেন + অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর : ক্ষেত্ৰে মেষপালক কৌতুক করে বলত সিংহ / বাঘ / ভলুক / সর্প এসেছে। কৃপয়া হেতু অর্থে ৫মী। কৃপয়া হেতু অর্থে ৩য়া। তান् — কর্মে ২য়া। সর্বে — কর্তায় ১মা। রমেশং মেষান্ — কর্মে ২য়া।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক () টিক দাও :

- ক) মেষপালক কৌতুক করে বলত সিংহ / বাঘ / ভলুক / সর্প এসেছে।
- খ) লোকজনকে দেখে মেষপালক হাসত / কাঁদত / নাচত / গাইত।
- গ) বাঘ দেখে মেষপালক কেঁদেছিল / বিলাপ করেছিল / জনগণকে ডেকেছিল / শুয়ে পড়েছিল।
- ঘ) ব্যাঘৃ মেষপালককে / মেষপালকে / গরুগুলোকে / মেষপালক ও মেষপালকে খেয়েছিল।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) স প্রতিদিনং ফেত্রেয় —— অচরয়ৎ ।
 খ) —— আর্তনাদং শুভ্রা লোকাস্তত্ত্ব আগচ্ছন् ।
 গ) স তান् দৃষ্ট্বা —— ।
 ঘ) —— এব স এবং করোতি স্ম ।
 ঙ) মিথ্যাভাষণং ন —— ।

৪। বাক্য গঠন কর :

নাম, আগতঃ, ব্যাপ্তঃ, মেষান, অভক্ষয়ৎ ।

৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :

রমেশঃ	প্রতারিতাঃ
ব্যাপ্তঃ	মেষপালকঃ
লোকাস্তত্ত্ব	আগতঃ
সঃ	আগচ্ছন্
জ্ঞানাঃ	অবদৎ

৬। সম্বিচেদ কর :

কশ্চিৎ, সত্যমেব, লোকাস্তত্ত্ব, কোৱপি, পরিহাসেনাপি ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

কৌতুকাত্, ফেত্রেয়, মেষান্, কৃপয়া, সর্বে ।

৮। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ ।

৯। বাংলায় উভর দাও :

- ক) মেষপালকের নাম কি ছিল ?
 খ) মেষপালক কোথায় মেষ চরাত ?
 গ) মেষপালক প্রায়ই কি বলত ?
 ঘ) বাঘ এলে মেষপালক কি করেছিল ?
 ঙ) মেষপালককে রাক্ষা করতে কেউ এল না কেন ?
 চ) বাঘ কি করেছিল ?

১০। বাংলায় অনুবাদ কর :

- ক) কৌতুকাত্ জীবনম् ।
 খ) স তান् প্রত্যাগতাঃ ।
 গ) একদা সত্যমেব অমন্যন্ত ।
 ঘ) অতো ন অভক্ষয়ৎ ।

১১। ‘মিথ্যাবাদী মেষপালকঃ’ গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ ।

চতুর্থঃ পাঠঃ

হংস-কাক-ব্যাধ-কথা

অস্তি রামকৃষ্ণপুরে একো বিশালঃ বটবৃক্ষঃ। তত্র হংসকাকো নিবসতঃ। একদা গ্রীষ্মকালে পরিশূলিতঃ কশিঃ
ব্যাধঃ তত্র আগতঃ। ততঃ স বৃক্ষতলে সুখেন নিদ্রাং গতঃ। ক্ষণান্তরে তস্য মুখমডলে সূর্যকরঃ পতিতঃ।

ততো হংসঃ কৃপয়া পক্ষযুগলেন ব্যাধস্য মুখে ছায়াং কৃতবান्। দুষ্টঃ কাকঃ তনুখে পুরীষং ত্যক্তা পলায়িতঃ।
ক্ষণাদন্তরং ব্যাধঃ নিদ্রায়াঃ উথায় তস্য মুখে পুরীষমপশ্যৎ। উর্বরং নিরীক্ষ্য স হংসং দৃষ্টবান্। তেন তস্য খনসি
ক্রোধঃ সঞ্চাতঃ। স শরাঘাতেন হংসং নিহতবান্।

ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : হংসকাকো — হংস ও কাক। কশিঃ — কোনও। ব্যাধঃ — শিকারি। বৃক্ষতলে — গাছের
নিচে। সূর্যকরঃ — সূর্যকরণ। পক্ষযুগলেন — দুটি পাখার দ্বারা। পুরীষং — মল। ত্যক্তা — ত্যাগ
করে। পলায়িতঃ — পালিয়ে দেল। নিদ্রায়াঃ — ঘুম থেকে। উথায়- উঠে। নিরীক্ষ্য — দেখে। দৃষ্টবান্
— দেখেছিল।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচ্ছেদ : ক্ষণান্তরে = ক্ষণ + অন্তরে। তনুখে = তৎ + মুখে। ক্ষণাদন্তরং = ক্ষণং + অন্তরং।
পুরীষমপশ্যৎ = পুরীষম + অপশ্যৎ। শরাঘাতেন = শর + আঘাতেন।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : রামকৃষ্ণপুরে — অধিকরণে ৭মী। গ্রীষ্মকালে — কালাধিকরণে ৭মী। হংসঃ
— কর্তায় ১মা। পুরীষং — কর্মে ২য়া। নিদ্রায়াঃ — অপাদানে ৫মী। শরাঘাতেন — করণে ৩য়া।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) বটগাছে বাস করত একটি হাঁস / একটি কাক / একটি শুরুনি / একটি হাঁস ও একটি কাক।
- খ) ব্যাধ বটগাছের নিচে এসেছিল গ্রীষ্মকালে / বর্ষাকালে / শরৎকালে / হেমন্তকালে।
- গ) ঘুম থেকে উঠে ব্যাধ তার মুখে দেখেছিল কাদা / ঘাম / পুরীষ / আবর্জনা।
- ঘ) ব্যাধ হাঁসটিকে মেরেছিল ত্রিশূল / শর / চক্র / আজ্ঞুশ দ্বারা।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) অত্র ————— নিবসতঃ।
- খ) মুখমড়লে ————— পতিতঃ।
- গ) ————— মুখে পুরীষমপশ্যৎ।
- ঘ) স শরাঘাতেন হংসং —————।
- ঙ) ————— দুর্জনসংসর্গম্।

৩। নিচের পদগুলোর সাহায্যে বাক্য রচনা কর :

বিশালঃ, ব্যাধঃ, কৃপয়া, পলায়িতঃ, ত্যজ।

৪। শব্দার্থ লেখ :

হংসকাকো, সূর্যকরঃ, ত্যক্তো, পক্ষযুগলেন, পলায়িতঃ।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

রামকৃক্ষপুরে, হংসঃ, নিদ্রায়াঃ, শরাঘাতেন, পুরীষম্।

৬। সম্বিবিচ্ছেদ কর :

শরাঘাতেন, তনুথে, পুরীষমপশ্যৎ, ক্ষণান্তরে।

৭। গল্পটির নীতিবাক্য সংস্কৃত ভাষায় লেখ ও বাংলায় অনুবাদ কর।

৮। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

ক) একদা গ্রীষ্মকালে পতিতঃ।

খ) ততো হংসঃ পলায়িতঃ।

গ) উর্ধ্বং নিরীক্ষ্য সঞ্চাতঃ।

৯। ‘ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্’— এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় একটি গল্প লেখ।

পঞ্চমঃ পাঠঃ

সিংহ-মূর্খিক-কথা

আসীৎ সুন্দরবনে কশিং সিংহঃ। স একদা সুখেন নিদ্রাং গতঃ। তদা কশিং মূর্খিকঃ তস্যোপরি পুনঃ পুনঃ অধাবৎ। তেন সিংহো নিদ্রায়াৎ জাগরিতঃ। কোপাং স মূর্খিকং হস্তেন ধৃতবান्। ভীতো মূর্খিকো২বদৎ, “রাজন! ক্ষমাং কুরু। রক্ষ মাম্। অস্মতে কদাপি উপকারো ভবেৎ।” সিংহঃ অহসৎ অবদচ, “ক্ষুদ্রাং মূর্খিকাং মে উপকারো ভবিষ্যতি? ভবতু, মুক্তস্তুম্।”

একদা স সিংহো ব্যাধস্য জালে ধৃতঃ। বিপদাপন্নঃ স গর্জতি স্ম। সিংহস্য গর্জনং শুত্রা মূর্খিকঃ তত্রাগতঃ। ততঃ স দন্তেঃ পাশং ছিনতি স্ম। তেন সিংহঃ পাশমুক্তঃ অভবৎ।

ক্ষুদ্রোহপি ন উপেক্ষণীয়ঃ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : তদা — তখন। তস্যোপরি — তার উপরে। নিদ্রায়াৎ — ঘুম থেকে। কোপাং — ক্রোধবশত। হস্তেন — হাত দিয়ে। ধৃতবান् — ধরেছিল। রক্ষ — রক্ষা কর। অস্মৎ — আমা থেকে। মূর্খিকাং — ইন্দুর থেকে। গর্জতি স্ম — গর্জন করেছিল। দন্তেঃ — দাঁত দিয়ে। ছিনতি স্ম — ছেদন করেছিল।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ : তস্যোপরি = তস্য + উপরি। মূর্খিকো২বদৎ = মূর্খিকঃ + অবদৎ। অস্মতে = অস্মৎ + তে। অবদচ = অবদৎ + চ। মুক্তস্তুম্ = মুক্তঃ + তুম্। বিপদাপন্নঃ = বিপৎ + আপন্নঃ। তত্রাগতঃ = তত্র + আগতঃ। ক্ষুদ্রোহপি = ক্ষুদ্রঃ + অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : সুন্দরবনে — অধিকরণে ৭মী। তেন — হেতু অর্থে ৩০। নিদ্রায়াৎ — অপাদানে ৫মী। কোপাং — হেতু অর্থে ৫মী। হস্তেন — করণে ৩০। মূর্খিকাং — অপাদানে ৫মী।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও :

ক) সিংহটি বাস করত বান্দরবনে / সুন্দরবনে / নন্দনবনে / অশোকবনে।

- খ) সিংহটির উপর দৌড়াচ্ছিল একটি মূর্খিক / সাপ / টিকটিকি / খরগোশ।
 গ) সিংহ ধরা পড়েছিল জালে / বাক্সে / খাঁচায় / ফাঁদে।
 ঘ) সিংহকে জাল থেকে মুক্ত করার জন্য এসেছিল একটি মূর্খিক / শৃঙ্গাল / হস্তী / খরগোশ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) আসীং —— কচিং সিংহঃ।
 খ) —— শ্রমাং কুরু।
 গ) —— কদাপি উপকারো ভবেৎ।
 ঘ) ভবতু ——।
 ঙ) তেন সিংহঃ পাশমুক্তঃ ——।

৩। শব্দার্থ লেখ :

আসীং, মূর্খিকঃ, ধৃতবান्, ভবিষ্যতি, ছিনতি স্ম।

৪। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্যাচনা কর :

উপরি, উপকারঃ, মুক্তঃ, শুষ্ঠা, দম্নেতঃ।

৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :

মূর্খিকঃ	অহসৎ
সিংহঃ	অধাবৎ
উপকারঃ	তৃম্
মুক্তঃ	ভবেৎ

৬। সম্বিচেদ কর :

অস্মতে, তস্যোপরি, অবদস্ত, মুক্তসত্ত্বম, তত্রাগতঃ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

সুন্দরবনে, হস্তেন, নিদ্রায়াঃ, তেন, কোপাঃ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

- ক) তদা মূর্খিকঃ ধৃতবান্।
 খ) ভীতো মূর্খিকো২বদৎ ভবেৎ।
 গ) সিংহস্য গর্জনঃ অভবৎ।

৯। “সিংহ-মূর্খিক-কথা” গল্পটির উপরে সংস্কৃত ভাষায় লেখ এবং বাংলায় অনুবাদ কর।

১০। “সিংহ-মূর্খিক-কথা” গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

তত্ত্বঃ প্রহাদঃ

পরাক্রান্তে দৈত্যরাজঃ হিরণ্যকশিপুঃ বিষুবিদ্বেষী আসীৎ। কিন্তু তস্য পুত্রঃ প্রহাদঃ বিষুভত্তঃ। অতো হিরণ্যকশিপুঃ বিষুবিদ্বেষশিক্ষার্থং তৎ গুরুগৃহং প্রেষিতবান्। গুরুস্তৎ বিষুবিদ্বেষী ভবিতুম্ আদিশৎ। কিন্তু তস্য চেষ্টা বিফলীভূতা। অতঃ প্রহাদঃ সমুদ্রে গজপদতলে অনলে চ নিষ্কিপ্তঃ। কিন্তু বিষুক্তপয়া তস্য মৃত্যুর্মাত্ববৎ।

অথেকদা ক্রুদ্ধেৰা রাজা প্রহাদম্ অপৃচ্ছৎ, “রে প্রহাদ! কুত্র তে বিষুঃ?” প্রহাদঃ সবিনয়ম্ অবদৎ, “অনলে অনিলে নভোনীলে সবট্রেব মে বিষুঃ বিরাজতে।” রাজা পুনরপৃচ্ছৎ, “কিং সঃ অস্মিন্স সফটিকস্তম্ভে তিষ্ঠতি?” প্রহাদঃ অবদৎ, “অবশ্যমেব।” ততো রাজা সফটিকস্তম্ভে পদাঘাতম্ অকরোৎ। তৎক্ষণমেব সফটিকস্তম্ভাত্ত আবির্ভূতঃ নরসিংহরূপী বিষুঃ। তস্য নথৈঃ বিদীর্ণঃ দৈত্যরাজঃ পঞ্চত্বং গতঃ।

ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : বিষুবিদ্বেষী — বিষুর প্রতি হিংসাপরায়ণ। প্রেষিতবান् — পাঠালেন। আদিশৎ — আদেশ করলেন। বিফলীভূতা — ব্যর্থ হয়েছিল। অনলে — আগুনে। অনিলে — বাতাসে। নভোনীলে — আকাশের নীলিমায়। গজপদতলে — হাতির পায়ের তলায়। অপৃচ্ছৎ — জিজেস করলেন। কুত্র — কোথায়। সফটিকস্তম্ভাত্ত — সফটিকস্তম্ভ থেকে। পঞ্চত্বং গতঃ — মারা গেল।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ : গুরুস্তৎ = গুরুঃ + তৎ। মৃত্যুর্মাত্ববৎ = মৃত্যুঃ + ন + অভবৎ। ক্রুদ্ধেৰা রাজা = ক্রুদ্ধঃ + রাজা। সবট্রেব = সব্রত্র + এব। পুনরপৃচ্ছৎ = পুনঃ + অপৃচ্ছৎ। অবশ্যমেব = অবশ্যম্ + এব। তৎক্ষণমেব = তৎক্ষণম্ + এব। অথেকদা = অথ + একদা।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : সমুদ্রে, অনলে, অনিলে, গজপদতলে, নভোনীলে — অধিকরণে ৭মী। সবিনয়ম্ — ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। প্রহাদঃ — কর্তৃয় ১মা। সফটিকস্তম্ভাত্ত — অপাদানে ৫মী। নথৈঃ — করণে ৩য়া।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উভরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) হিরণ্যকশিপু ছিলেন দেবরাজ / দৈত্যরাজ / রক্ষোরাজ / কিলুররাজ।
- খ) হিরণ্যকশিপুর পুত্রের নাম ছিল বেহোদ / বিষুভাদ / শিবভাদ / প্রভাদ।
- গ) বিষু থাকেন মন্দিরে / মঠে / সর্বত্র / তীর্থে।
- ঘ) সফটিকস্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন নরসিংহরূপী / কূর্মরূপী / মৎস্যরূপী / বরাহরূপী বিষু।
- ঙ) নরসিংহরূপী বিষু হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন পদাঘাতে / মুষ্ট্যাঘাতে / নখাঘাতে /
হস্তাঘাতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) ----- আসীং।
- খ) কিন্তু তস্য চেষ্টা -----।
- গ) ----- তে বিষুঃ?
- ঘ) রাজা ----- পদাঘাতম् অকরোং।
- ঙ) ধর্মী রক্ষতি-----।

৩। নিচের পদগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

আদিশং, কৃত্র, সর্বত্র, স্তম্ভ, পদাঘাতম্।

৪। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদ সাজিয়ে লেখ :

হিরণ্যকশিপুঃ	বিরাজতে
প্রভাদঃ	দৈত্যরাজঃ
চেষ্টাঃ	বিষুভক্তঃ
বিষুঃ	বিফলীভূতা।

৫। সম্বিচেদ কর :

গুরুসত্ৎ, সর্বত্রেব, পুরনপৃচ্ছৎ, আথেকদা, অবশ্যমেব ।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

অনলে, নষ্টেং, সবিনয়ম, সফটিকস্তমভাঙ, প্রহাদঃ ।

৭। বাংলায় উত্তর দাও :

ক) হিরণ্যকশিপু কে ছিলেন ?

খ) তিনি কেমন প্রকৃতির লোক ছিলেন ?

গ) তাঁর পুত্রের নাম কি ছিল ?

ঘ) পুত্রকে রাজা গুরুগৃহে পাঠিয়েছিলেন কেন ?

ঙ) প্রহাদকে কোথায় কোথায় নিষেপ করা হয়েছিল ?

চ) রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহাদকে কি জিঞ্জেস করেছিলেন ?

ছ) প্রহাদ কি উত্তর দিয়েছিলেন ?

জ) কিভাবে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয় ?

৮। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

ক) কিন্তু তস্য আদিশৎ ।

খ) আথেকদা ক্রুদ্ধে বিরাজতে ।

গ) তাতো রাজা পঞ্চত্বং গতঃ ।

৯। ‘ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্’- এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে একটি গল্প লেখ ।

সপ্তমঃ পাঠঃ

শৃগাল-দ্রাক্ষাফল-কথা

আসীৎ কস্যচিত্ কৃষকস্য একং দ্রাক্ষাকুঞ্জম् । তত্রাসন্ কতিপয়াঃ বৃক্ষাঃ । বৃক্ষান् অবলম্ব্য অবর্তন্ত দ্রাক্ষালতাঃ । দ্রাক্ষালতাসু আসন্ মধুরাণি দ্রাক্ষাফলানি ।

একদা কশিত্ শৃগালঃ দ্রাক্ষাকুঞ্জম্ আগতঃ । পকুনি দ্রাক্ষাফলানি দৃঘাঁটা সোৱদৎ, “আহো! কৌদৃশানি মধুরাণি ফলানি । যেন কেলচিত্ উপায়েন অহম্ এতানি ফলানি খাদিষ্যামি ।”

ততঃ শৃগালঃ দ্রাক্ষাফললাভায় বারংবারং লম্ফম্ আশ্রিতবান् । কিন্তু বৃথেব তস্য প্রয়াসো জাতঃ । একমপি ফলং নাধঃপতিতম্ । অতো বিফলঃ স ভণতি স্ম, “অম্বাদযুক্তফলানি ন মে অভিমতানি ।” ইত্যাঙ্গা দুঃখিতঃ স গভীরবনং প্রবিষ্টঃ ।

অম্বাদযুক্তানি খলু দ্রাক্ষাফলানি ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : কৃষকস্য — কৃষকের । দ্রাক্ষাকুঞ্জম্ — আঙুর ফলের বাগান । অবলম্ব্য — আশ্রয় করে । উপায়েন — উপায়ের দ্বারা । খাদিষ্যামি — খাব । দ্রাক্ষাফললাভায় — আঙুর ফল পাওয়ার জন্য । অধঃ — নিচে । উক্তা— বলে ।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : তত্রাসন্ = তত্র + আসন্ । বৃথেব = বৃথা + এব । সোৱদৎ = সঃ + অবদৎ । প্রয়াসো জাতঃ = প্রয়াসঃ + জাতঃ । নাধঃপতিতম্ = ন + অধঃপতিতম্ । ইত্যাঙ্গা = ইতি + উক্তা ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর : বৃক্ষান् — কর্মে ২য়া । দ্রাক্ষালতাসু — অধিকরণে ৭মী । উপায়েন — করণে ৩য়া । লম্ফম্ — কর্মে ২য়া । দ্রাক্ষাফললাভায় — নিমিত্তার্থে ৪র্থী । গভীরবনং — কর্মে ২য়া ।

প্রশ্নমালা

১। শুন্ধ উভরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) দ্রাক্ষাকুঞ্জে ছিল কতিপয় পাহাড় / বৃক্ষ / বর্ণা / পথ ।
- খ) দ্রাক্ষাকুঞ্জে এসেছিল বাঘ / ভলুক / শৃগাল / বানর ।
- গ) দ্রাক্ষাফল পাওয়ার জন্য শৃগাল পা তুলেছিল / লেজ তুলেছিল / উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল / লাফ দিয়েছিল ।
- ঘ) আঙুর ফল না পাওয়ায় শৃগাল বলেছিল আঙুর তিতা / স্বাদহীন / লবণাক্ত / অম্ল ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) ত্রাসন্ কতিপয়াঃ— |
- খ) —— আসন্ মধুরাগি দ্রাক্ষাফলানি ।
- গ) কীদৃশানি— ফলানি ।
- ঘ) কিন্তু —— তস্য প্রয়াসো জাতঃ ।
- ঙ) অম্লস্বাদযুক্তানি খলু —— ।

৩। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্য গঠন কর :

একদা, উপায়েন, বারংবারম্, বৃথা, প্রবিষ্টঃ ।

৪। নিচের পদগুলোর অর্থ লেখ :

অবলম্ব্য, খাদিয্যামি, অধঃ, উক্তা, উপায়েন ।

৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :

দ্রাক্ষালতাঃ	দ্রাক্ষাফলানি
শৃগালঃ	অবর্তন্ত
ফলানি	আগতঃ
অম্লস্বাদযুক্তানি	খাদিয্যামি

৬। সম্বিচেদ কর :

বৈথেব, ইতুক্তা, ত্রাসন্, সো২বদৎ, নাধঃপতিতম্ ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

উপায়েন, গভীরবনং, বৃক্ষান্, লম্ফদম্, দ্রাক্ষালতাসু ।

৮। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে উন্মৃত কর ।

৯। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

- ক) তত্রাসন দ্রাক্ষাফলানি ।
- খ) পক্ষানি খাদিষ্যামি ।
- গ) অতো প্রবিষ্টঃ ।

১০। ‘শৃগাল-দ্রাক্ষাফল-কথা’ গজ্জটি নিজের ভাষায় বল ।

১১। বাংলায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক) দ্রাক্ষাকুঞ্জে কি ছিল ?
- খ) দ্রাক্ষালতা কোথায় ছিল ?
- গ) শৃগাল কোথায় এসেছিল ?
- ঘ) পাকা আঙুর দেখে শৃগাল কি বলেছিল ?
- ঙ) আঙুর ফল পাওয়ার জন্য শৃগাল কি করেছিল ?
- চ) আঙুর ফল না পেয়ে শৃগাল কি বলেছিল ?

অষ্টমঃ পাঠঃ

দেবী সরঞ্জতী

বিদ্যাদেবী সরঞ্জতী । সা ঈশ্বরস্য জ্ঞানশক্তিঃ । শ্রেতস্তস্যাঃ গাত্রবর্ণঃ । শ্রেতপঙ্গে সা উপবিষ্টা । তস্যাঃ একমিন
হস্তে পুস্তকম্ অস্তি । অপরহস্তে তিষ্ঠতি শ্রেতবীণা । শ্রেতহংসঃ তস্যাঃ বাহনম् । শ্রেতগুৰুভূষিতা কমলনয়না
সা সর্বশুক্তা ।

মাঘমাসে শুক্লপক্ষস্য শ্রীপঞ্চম্যাঃ তিথো সরঞ্জতীপূজা ভবতি । বিদ্যার্থিন এব প্রধানতঃ সরঞ্জতীঃ পূজয়ন্তি ।
দুর্গা-পূজায়াম্ অপি দুর্গায়া সহ সরঞ্জতীপূজা ভবতি । বিদ্যারম্ভস্য কালে অপি বিদ্যার্থিনঃ সরঞ্জতীম্ আচয়ন্তি ।
বয়ম্ অনেন মন্ত্রেণ সরঞ্জতীঃ প্রণমামঃ—

“সরঞ্জতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে ।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তো॥”

অনুশীলনী

শব্দার্থ : গাত্রবর্ণঃ – শরীরের রঙ । অস্তি – আছে । শ্রেতহংসঃ – সাদা হাঁস । বাহনম্ – বহনকারী ।
কমলনয়না – পদ্মের মত নয়ন যে রমণীর । শুক্লপক্ষস্য – শুক্লপক্ষের । তিথো – তিথিতে । বিদ্যার্থিনঃ –
ছাত্রগণ । দুর্গাপূজায়াম্ – দুর্গাপূজাতে । বিদ্যারম্ভস্য – বিদ্যারম্ভের । মন্ত্রেণ – মন্ত্রের দ্বারা ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ : শ্রেতস্তস্যাঃ = শ্রেতঃ + তস্যাঃ । শ্রীপঞ্চম্যাঃ তিথো = শ্রীপঞ্চম্যাম্ + তিথো । বিদ্যার্থিন
এব = বিদ্যা + অর্থিনঃ + এব । নমোহস্তু = নমঃ + অস্তু ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : শ্রেতপঙ্গে – অধিকরণে ৭মী । তস্যাঃ – সমষ্টিশে ৬ষ্ঠী । মাঘমাসে, তিথো,
দুর্গাপূজায়াম্, কালে – অধিকরণে ৭মী । দুর্গায়া – ‘সহ’ শব্দযোগে ৩য়া । বিদ্যার্থিনঃ – কর্তায় ১মা । সরঞ্জতীম্–
কর্মে ২য়া ।

প্রশ্নমালা

১। শুল্ক উত্তরটির পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

ক) সরঞ্জতী ঈশ্বরের কর্মশক্তি / জ্ঞানশক্তি / আনন্দশক্তি / সংহারশক্তি ।

খ) সরঞ্জতী উপবেশন করেন শ্রেত / রক্ত / মীল / সবজ পঙ্গে ।

গ) সরঞ্জতীর বাহন পেঁচক / ময়ুর / মৃষিক / হংস ।

ঘ) সরঞ্জতীপূজা প্রধানত অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চমী / নবমী / চতুর্দশী / ষষ্ঠী তিথিতে ।

ঙ) বিদ্যারম্ভের সময় লক্ষ্মী / কালী / সরঞ্জতী / মঙ্গালচতুর্দশী দেবীর পূজা করা হয় ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) তস্যাঃ একসিন্ হস্তে —— অস্তি ।
- খ) —— কমলনয়না সা সর্বশুক্রা ।
- গ) বিদ্যার্থিন এব প্রধানতঃ —— পূজয়ন্তি ।
- ঘ) —— সহ আপি সরম্বতীপূজা ভবতি ।
- ঙ) বিদ্যার্থিনঃ সরম্বতীম্ —— ।

৩। শব্দোর্থ লেখ :

শ্রেতহংসঃ, বাহনম्, তিথো, বিদ্যার্থিনঃ, মন্ত্রেণ ।

৪। সম্বিচেদ কর :

শ্রেতস্তস্যাঃ, বিদ্যার্থিনঃ, নমোৎস্তু ।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

তিথো, দুর্গায়া, তস্যাঃ, শ্রেতপদ্মে, সরম্বতীম্ ।

৬। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্যরচনা কর :

সরম্বতী, পুস্তকম্, অপরহস্তে, এব, আপি ।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

- ক) তস্যাঃ একসিন্ বাহনম্ ।
- খ) মাঘমাসে পূজয়ন্তি ।
- গ) দুর্গাপূজায়াম্ আর্চয়ন্তি ।

৮। বাংলায় উত্তর দাও :

- ক) সরম্বতী কিসের দেবী?
- খ) ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি কে ?
- গ) সরম্বতীর শরীরের রঙ কিরূপ?
- ঘ) তিনি কিরূপ পদ্মে উপবেশন করেন ?
- ঙ) তাঁর দুই হাতে কি কি থাকে ?
- চ) তাঁর বাহন কি ?
- ছ) কখন সরম্বতীপূজা হয়?
- জ) প্রধানত কারা সরম্বতীপূজা করে ?

৯। সরম্বতীর প্রণাম মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ কর ।

১০। সংস্কৃত ভাষায় সরম্বতীর প্রণামমন্ত্রটি লেখ ।

১১। বাংলায় সরম্বতীর রূপ বর্ণনা কর ।

নবমঃ পাঠঃ

তগবান্ত শ্রীকৃষ্ণঃ

তগবান্ত শ্রীকৃষ্ণঃ দাপরযুগে মথুরায়াম্ আবির্ভূতঃ। বসুদেবস্তস্য পিতা দেবকী চ মাতা। পাপাত্মা কংসঃ
বসুদেবং দেবকীপ্রিয় কারাগৃহে নিষ্ক্রিয়ত্বান্ত। শ্রীকৃষ্ণঃ তমিন্দু কারাগৃহে এব জাতঃ। কংসঃ বহুভিঃ উপায়েঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ হস্তম্ অচেষ্টত। তস্য তু সর্বাঃ চেষ্টাঃ বিষলীভূতাঃ। অনন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ পাপিনং কংসং নিহতবান্ত।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণঃ অর্জুনস্য রথে সারথিঃ আসীৎ। স যুদ্ধবিমুখং বিষণ্ম অর্জুনম্ উপদিশ্য যুদ্ধে
নিযুক্তবান্ত। শ্রীকৃষ্ণস্য উপদেশম্ অনুসৃত্য যুদ্ধং কৃত্বা অর্জুনঃ বিজয়ী অভবৎ।

‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠমবদানম্। ইয়ং তগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখনিঃসৃতা বাণী। শ্রীকৃষ্ণঃ অনাদিরজঃ
অব্যয়ঃ সন্মাতনশ্চ। অতঃ স সর্বেষাং পূজনীয়ঃ।

অনুশীলনী

শব্দার্থঃ মথুরায়াম্- মথুরাতে। কারাগৃহে- কারালয়ে। নিষ্ক্রিয়ত্বান্ত- নিষ্ক্রেপ করেছিল। জাতঃ- জন্মগ্রহণ
করেছিল। উপায়েঃ- উপায়সমূহের দ্বারা। হস্তম্- হত্যা করতে। নিহতবান্ত- হত্যা করেছিল। উপদিশ্য-
উপদেশ দিয়ে। অনুসৃত্য- অনুসরণ করে। শ্রীকৃষ্ণস্য- শ্রীকৃষ্ণের। সর্বেষাং- সকলের।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিবিচ্ছেদঃ বসুদেবস্তস্য = বসুদেবঃ + তস্য। দেবকীপ্রিয় = দেবকীয় + চ। শ্রেষ্ঠমবদানম্ = শ্রেষ্ঠম +
অবদানম্। অনাদিরজঃ = অনাদিঃ + অজঃ। সন্মাতনশ্চ = সন্মাতনঃ + চ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয়ঃ দাপরযুগে, মথুরায়াম, কারাগৃহে, রথে, যুদ্ধে - অধিকরণে ৭মী। বসুদেবং -
কর্মে ২য়া। শ্রীকৃষ্ণঃ - কর্তায় ১মা।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটিতে টিক () টিক দাও :

ক) শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বারকায় / মথুরায় / বৃন্দাবনে / নদীয়ায়।

খ) কংস ছিল পাপাত্মা / কর্মযোগী / ভক্ত / জ্ঞানী।

গ) কংসকে বধ করেছিলেন রাম / হরি / বিষু / কৃষ্ণ।

ঘ) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন ব্ৰহ্মা / কৃষ্ণ / মহেশ্বৰ / বৰুণ।

ঙ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান গীতা / চতুর্ভুবি / ভাগবত / পুরাণ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) শ্রীকৃষ্ণঃ —— মথুরায়াম् আবির্ভূতঃ ।
- খ) —— পিতা দেবকী চ মাতা ।
- গ) তস্য সর্বাঃ চেষ্টাঃ —— ।
- ঘ) শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠমবদানম্ —— ।
- ঙ) শ্রীকৃষ্ণঃ অনাদিরজঃ অব্যযঃ —— ।

৩। সম্বিচ্ছেদ কর :

বসুদেবস্তস্য, অনাদিরজঃ, দেবকীধ্ব, সনাতনশ্চ ।

৪। কারণসহ বিভক্তি নির্গত কর :

দ্঵াপরযুগে, শ্রীকৃষ্ণঃ, উপদেশম্, রাথে ।

৫। শব্দার্থ লেখ :

নিক্ষিপ্তবান्, উপায়ৈঃ, উপদিশ্য, হস্তম্, শ্রীকৃষ্ণস্য ।

৬। বাংলায় উভর দাও :

- ক) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন্ত যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন?
- খ) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতার নাম লেখ ।
- গ) কংস বসুদেব ও দেবকীকে কোথায় রেখেছিল ?
- ঘ) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের রাথের সারথি কে ছিলেন ?
- ঙ) শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনকে যুদ্ধে নিযুক্ত করেছিলেন ?
- চ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান কি ?

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

- ক) পাপাত্মা জাতঃ ।
- খ) কংসঃ নিহতবান् ।
- গ) স অভবৎ ।

৮। তোমার পাঠ্যাংশ অনুসরণে বাংলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লেখ ।

দশমঃ পাঠঃ

ঈশ্বরস্তোত্রম্

তৃমেব মাতা চ পিতা তৃমেব ।

তৃমেব বন্ধুশ স্থা তৃমেব ॥

তৃমেব বিদ্যা দ্রবিণং তৃমেব ।

তৃমেব সর্বং মম দেবদেব ॥

পাঠবগীতা-২

তৃমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

স্ত্রমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম् ।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

তৃয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১১/৩৮

অনুশীলনী

শব্দার্থঃ তৃম- তুমি । দ্রবিণম- ধন । মম- আমার । আদিদেবঃ- দেবগণের আদি । বিশ্বের । নিধানম-
প্রলয়স্থান । বেত্তা- যিনি জানেন । অসি- হও । বেদ্যঞ্চ- যাকে জানতে হবে । পরম- শ্রেষ্ঠ । ধাম- স্থান ।
তৃয়া- আপনার দ্বারা । ততং- ব্যাপ্ত ।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিচেদ : তৃমেব = তৃম + এব । বন্ধুশ = বন্ধুঃ + শ । তৃমাদিদেবঃ = তৃম + আদিদেবঃ ।
পুরাণস্ত্রমস্য = পুরাণঃ + তৃম + অস্য । বেত্তাসি = বেত্তা + অসি । বেদ্যঞ্চ = বেদ্যঞ্চ + চ । পরঞ্চ = পরম +
চ । বিশ্বমনন্তরূপ = বিশ্বম + অনন্তরূপ ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : তৃম- কর্তায় ১মা । দেবদেব- সম্মোধনে ১মা । বিশ্বস্য- সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী । তৃয়া-
কর্তায় ৩য়া । অনন্তরূপ- সম্মোধনে ১মা ।

প্রশ্নমালা

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) ত্ত্বেব বিদ্যা —— ত্ত্বেব ।
- খ) ত্ত্বেব সর্বং মম —— ।
- গ) —— বেদ্যঘঃ পরঘঃ ধাম ।
- ঘ) —— পুরুষঃ পুরাণঃ ।
- ঙ) ত্ত্বা ততঃ —— ।

২। নিচের পদগুলোর সাহায্যে বাক্যরচনা কর :

সথা, বন্ধুশ, নিধানঃ, বিদ্যা, মম ।

৩। শব্দার্থ লেখ :

ত্ত্ব, বিশুস্য, বেত্তা, তত্ত্ব, পরম ।

৪। সম্বিচেদ কর :

ত্ত্বাদিদেবঃ, পরঘঃ, বেদ্যঘঃ, বেত্তাসি, ত্ত্বেব ।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

বিশুস্য, ত্ত্ব, তয়া, দেবদেব ।

৬। ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ থেকে উদ্ধৃত শোকটি লেখ ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর ।

৭। ‘পাত্তবগীতা’র অন্তর্গত শোকটি মুখস্থ লেখ ও বাংলায় অনুবাদ কর ।

একাদশঃ পাঠঃ নীতিশোকাঃ

বিদ্বত্তং ন্পত্তং নৈব্য তুল্যং কদাচন।
সদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান् সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ১

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপবে।
রাজদ্বারে শুশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ ২

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ রেহো ন চ দৈবাত্ম পরং বলম্ ॥ ৩

ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্ ॥ ৪

বাংলা অনুবাদ :

- ১। বিদ্যা এবং রাজেশ্বর্য কখনও সমান নয়। কারণ রাজা পূজিত হন নিজের দেশে, কিন্তু বিদ্বান পূজিত হন সকল দেশে।
- ২। আনন্দে, দুঃখে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপর্যয়ে, রাজদ্বারে ও শুশানে যে সঙ্গে থাকে, সেই বন্ধু।
- ৩। বিদ্যার সমান বন্ধু, ব্যাধির সমান শত্রু, সন্তানের সমান রেহের পাত্র এবং দৈবের অধিক শক্তি নেই।
- ৪। দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করবে, সাধুগণকে সেবা করবে, দিবা-রাত্রি পুণ্যকার্য করবে এবং সংসারে সকলই ক্ষণস্থায়ী একথা স্মরণ রাখবে।

অনুশীলনী

শব্দার্থ: বিদ্বত্তম্— বিদ্যা। ন্পত্তম্— রাজত্ত। কদাচন— কখনও। পূজ্যতে— পূজিত হন। সর্বত্র— সকল স্থানে।
ব্যাধিসমঃ— রোগের সমান। দৈবাত্ম— দৈব অপেক্ষা। বলম্— শক্তি। অপত্যসমঃ— সন্তানের সমান। ত্যজ— ত্যাগ
কর। দুর্জনসংসর্গম্— দুর্জনের সাহচর্য। সাধুসমাগমম্— সাধুসঙ্গ। কুরু— কর। নিত্যম্— সর্বদা।

ব্যাকরণ

(ক) সম্বিদ্বিচ্ছেদ : বিদ্বত্তং = বিদ্বত্তম + চ। ন্পত্তং = ন্পত্তম + চ। নৈব্য = ন + এব। যস্তিষ্ঠতি = যঃ + তিষ্ঠতি। পুণ্যমহোরাত্রং = পুণ্যম + অহোরাত্রং। নিত্যমনিত্যতাম = নিত্যম + অনিত্যতাম।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : সদেশে— অধিকরণে ৭মী। বিদ্বান— কর্তায় ১মা। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে,
রাষ্ট্রবিপবে, রাজদ্বারে, শুশানে— অধিকরণে ৭মী। দৈবাত্ম— অপেক্ষার্থে ৫মী। দুর্জনসংসর্গং— কর্মে ২য়া।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) বিদ্বান পূজিত হন স্বদেশে / বিদেশে / স্বগৃহে / সর্বত্র ।
- খ) সবচেয়ে বড় রিপু অগ্নি / ব্যাধি / জল / বাড় ।
- গ) ভজনা করা উচিত সাধুসঙ্গা / শিঙ্ককসঙ্গা / গুরুসঙ্গা / পিতৃসঙ্গা ।
- ঘ) অহোরাত্র পূজা / যজ্ঞ / জপ / পুণ্যকাজ করা উচিত ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) পূজ্যাতে রাজা ।
- খ) ন চ দৈবাত্ম পরং ।
- গ) সাধু-সমাগমম্ ।
- ঘ) নমেহঃ ।
- ঙ) স্মর ।

৩। বাংলায় উত্তর দাও :

- ক) রাজা কোথায় পূজিত হন ?
- খ) বিদ্বান ব্যক্তি পূজিত হন কোথায় ?
- গ) শ্রেষ্ঠ শক্তি কি ?
- ঘ) শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে ?
- ঙ) সবচেয়ে বড় শত্রু কি?
- চ) দিনরাত কি করা উচিত ?

৪। শব্দার্থ লেখ :

কদাচন, দৈবাত্ম, বিদ্বত্তম্, কুরু, নিত্যম্ ।

৫। নিম্নলিখিত পদগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

পূজ্যতে, কদাচন, বলম্, ত্যজ, পুণ্যম্ ।

৬। সম্বিচেদ কর :

নৈব, যস্তিষ্ঠতি, নিত্যমহোরাত্রং, ন্পত্তুৎপঃ, বিদ্বত্তুৎপঃ ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

স্বদেশে, বিদ্বান्, উৎসবে, দৈবাত ।

৮। বিদ্যাবিষয়ক শোকটি উন্মৃত কর ।

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) বিদ্বত্তুৎপ পৃজ্ঞাতে ॥

খ) উৎসবে বাম্ববৎ ॥

গ) ন চ পরং বলম্ ॥

ঘ) ত্যজ নিত্যমনিত্যতাম্য ॥

১০। সংস্কৃত শোক উন্মৃত করে উত্তর দাও : প্রকৃত বাম্বব কে ?

ଦ୍ୱିତୀୟঃ ଅଧ୍ୟାୟঃ

ପ୍ରଥମঃ ପାଠঃ

ବର୍ଣ୍ଣପ୍ରକରଣମ्

ଆମରା ଭାଷାର ସାହାଯ୍ୟ ଏକେ ଅପରେର ସଜ୍ଜୋ କଥା ବଲି, ଏକେର ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟେର ନିକଟ ପ୍ରକାଶ କରି । ଏ ଭାଷା ହଚ୍ଛେ କତକଗୁଲି ଧରନିର ସମୟି । ଏ ଧରନିଗୁଲି ଲିଖିତଭାବେ ପ୍ରକାଶେର ଜନ୍ୟ କତକଗୁଲି ସାଂକେତିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହ୍ୟ । ଏ ଚିହ୍ନଗୁଲିକେ ବଲା ହ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ।

ପଡ଼ିତଗଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଗୁଲି ବିଶେଷଣ କରେ ସର୍ବମୋଟ ଆଟଚଲିଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଧାରଣ କରେଛେ । ଏ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଲିକେ ଏକତ୍ରେ ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବଲା ହ୍ୟ ।

ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦୁଇଭାଗେ ବିଭକ୍ତ— ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ।

ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ‘ଆଚ’ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ‘ହଳ’ ।

ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଚ : ସେ-ସବ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ଛାଡ଼ା ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହ୍ୟ, ତାରା ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଚ ।

ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ତେରଟି— ଅ, ଆ, ଇ, ଈ, ଉ, ଊ, ଝ, ଝ୍, ଙ, ଏ, ଔ, ଓ, ଔ୍ ।

ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣଗୁଲି ଆବାର ଦୁଇଭାଗେ ବିଭକ୍ତ—ହୃସ୍ଵର ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଵର ।

ହୃସ୍ଵର : ସେ-ସବ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଲାଗେ, ତାଦେର ହୃସ୍ଵର ବଲା ହ୍ୟ ।

ଦୀର୍ଘସ୍ଵର : ସେ-ସବ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣେ ହୃସ୍ଵର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ, ତାଦେର ଦୀର୍ଘସ୍ଵର ବଲା ହ୍ୟ ।

ଦୀର୍ଘସ୍ଵର ଆଟଟି— ଆ, ଇ, ଉ, ଊ, ଏ, ଔ, ଓ, ଔ୍ ।

ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବା ହଳ : ସେ-ସବ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହ୍ୟ, ତାଦେର ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବା ହଳ ବଲା ହ୍ୟ ।

ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିଯାଟି— କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଏଇ, ଟ୍, ଠ୍, ଡ୍, ଢ୍, ତ୍, ଥ୍, ଦ୍, ଧ୍, ନ୍, ପ୍, ଫ୍, ବ୍, ଭ୍, ମ୍, ଯ୍, ର୍, ଲ୍, ବ୍, ଶ୍, ସ୍, ହ୍, ଇ୍, ଓ୍ ।

ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଟି ‘ବ’ ଆହେ । ଏଦେର ଏକଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲେ ବାଙ୍ଗୀଯ ‘ବ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟେ ଅବସ୍ଥିତ ବଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ‘ବ’ ନାମେ ପରିଚିତ ।

ସପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ : ‘କ’ ଥେକେ ‘ମ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଂଚଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟ, ଓଷ୍ଟ, ଦନ୍ତ, ଜିହ୍ବା, ମୂର୍ଧା ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ-ଗହରେର ବିଭିନ୍ନ ସଥାନ ସପର୍ଶ କରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହ୍ୟ ବଲେ ଏଦେର ସପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ ବଲା ହ୍ୟ ।

ବର୍ଣ୍ଣ : ପାଂଚଟି ସପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣକେ ପାଂଚ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ହ୍ୟ । ଏଦେର ପ୍ରତିଟି ଭାଗକେ ବଲା ହ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ।

ବର୍ଣ୍ଣ ପାଂଚଟି— କ-ବର୍ଣ୍ଣ, ଚ-ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ-ବର୍ଣ୍ଣ, ତ-ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ-ବର୍ଣ୍ଣ ।

ଅନ୍ତପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ : ସେ-ସବ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଦେର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଲାଗେ, ତାଦେର ବଲା ହ୍ୟ ଅନ୍ତପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ।

প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ অল্পপ্রাণ। যেমন-

ক - বর্গ	: ক, গ, ঙ
চ - বর্গ	: চ, জ, এও
ট - বর্গ	: ট, ড, ণ
ত - বর্গ	: ত, দ, ন
প - বর্গ	: প, ব, ম

শ, র, ল, ব- এই চারটি বর্ণও অল্পপ্রাণ।

মহাপ্রাণবর্ণ : যে-সব বর্ণের উচ্চারণ গুরু অর্থাৎ যেগুলির উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে, তাদের বলা হয় মহাপ্রাণবর্ণ।

প্রতিবর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ। যেমন-

ক - বর্গ	: খ, ঘ
চ - বর্গ	: ছ, ঝ
ট - বর্গ	: ঠ, ঢ
ত - বর্গ	: থ, ধ
প - বর্গ	: ফ, ভ

শ, ষ, স, হ- এ চারটি বর্ণকেও মহাপ্রাণ বর্ণ বলা হয়।

অঘোষবর্ণ : ন ঘোষ = অঘোষ। যে-সব বর্ণ ঘোষ নয় অর্থাৎ যাদের উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী কমিপ্ত হয় না, তাদের অঘোষবর্ণ বলা হয়।

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোষ। যেমন-

ক - বর্গ	: ক, খ
চ - বর্গ	: চ, ছ
ট - বর্গ	: ট, ঠ
ত - বর্গ	: ত, থ
প - বর্গ	: প, ফ

শ, ষ, স- এ তিনটি বর্ণও অঘোষ।

ঘোষবর্ণ : যে-সব বর্ণের উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী কমিপ্ত হয়, তাদের ঘোষবর্ণ বলা হয়। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ ঘোষবর্ণ। যেমন-

ক - বর্গ	: গ, ঘ, ঙ
চ - বর্গ	: জ, ঝ, ঞ
ট - বর্গ	: ড, ঢ, ণ
ত - বর্গ	: দ, ধ, ন
প - বর্গ	: ব, ভ, ম

য, র, ল, ব, হ - এ পাঁচটি বর্গও ঘোষবর্ণ।

উয়াবর্ণ : যে-সব বর্ণের উচ্চারণে শুসবায়ুর প্রাধান্য থাকে, তাদের বলা হয় উয়াবর্ণ। যেমন- শ, ষ, স, হ।

অন্তঃস্থবর্ণ : যে-সব বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উয়াবর্ণের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থিত, তাদের অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়।

যেমন- য, র, ল, ব।

পঁচিশটি স্পর্শবর্ণের শেষবর্ণ 'ম' এবং চারটি উয়াবর্ণের প্রথম বর্ণ 'শ'। য, র, ল, ব- এ বর্ণ চারটি ম ও শ-এর অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থিত বলে এদের অন্তঃস্থ নাম সার্থক হয়েছে।

স্বর ও ব্যঙ্গবর্ণগুলির উচ্চারণস্থান আছে এবং সে অনুযায়ী এদের নামও রয়েছে। নিচের ছকে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণস্থান এবং উচ্চারণস্থান অনুসারে এদের নাম প্রদর্শিত হচ্ছে :

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে প্রদত্ত নাম
অ, আ, ই, ক, খ, গ, ঘ, ঙ	কঠ	কঠ্য বর্ণ
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ	তালু	তালব্য বর্ণ
ঝ, ঝং, টি, ঠি, ডি, ঢি, ণি, র, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
ঊ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ
উ, ঔ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
এ, ঐ	কঠ ও তালু	কঠ্যতালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কঠ ও ওষ্ঠ	কঠোষ্ঠ্য বর্ণ
অন্তঃস্থ 'ব'	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ
ং (অনুষ্ঠার)	নাসিকা	অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ

অনুশীলনী

- ১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :
 - ক) স্পর্শবর্ণ বিশ / ত্রিশ / পাঁচশ / বত্রিশটি ।
 - খ) স্বরবর্ণগুলি বিভক্ত দুই / তিন / চার / পাঁচ ভাগে ।
 - গ) শাসবায়ুর প্রাথম্য থাকে অল্পপ্রাণ / মহাপ্রাণ / ঘোষ / উচ্চবর্ণে ।
 - ঘ) ‘অ’ তালব্য / দন্ত্য / ষষ্ঠ্য / কষ্ঠ্য বর্ণ ।
 - ঙ) ‘য’ মূর্ধন্য / তালব্য / দন্ত্য / ষষ্ঠ্য বর্ণ ।
- ২। অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ ও অঘোষবর্ণ নির্ণয় কর :

চ, ক, জ, ড, ট, ভ, শ, ত, হ ।
- ৩। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নিচের বর্ণগুলির নাম লেখ :

ও, ছ, ক, অ, ই, উ, এঁ ।
- ৪। নিচের বর্ণগুলির উচ্চারণস্থান নির্ণয় কর :

চ, প, আ, ঘ, ষ, গ, এ, ল, ঠ ।
- ৫। স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণস্থান নির্ণয় কর ।
- ৬। বর্ণ কাকে বলে? বর্ণ কত প্রকার ও কি কি?
- ৭। সংস্কৃত বর্ণমালা কাকে বলে? সংস্কৃত বর্ণমালা কয়টি ও কি কি?
- ৮। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পার্থক্য কি?
- ৯। হ্রস্ববর্ণ কাকে বলে? হ্রস্ববর্ণ কয়টি ও কি কি?
- ১০। দীর্ঘস্ববর্ণ কাকে বলে? দীর্ঘস্ববর্ণ কয়টি ও কি কি?
- ১১। স্পর্শবর্ণ কাকে বলে? স্পর্শবর্ণ কয়টি ও কি কি?
- ১২। বর্গ কাকে বলে? বর্গ কয়টি ও কি কি?
- ১৩। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের পার্থক্য কি কি?
- ১৪। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও :

অঘোষবর্ণ, ঘোষবর্ণ, উচ্চবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ ।
- ১৫। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :
 - ক) স্বরবর্ণের অন্য নাম কি?
 - খ) ব্যঞ্জনবর্ণের অন্য নাম কি?
 - গ) সংস্কৃতে কয়টি ‘ব’ আছে?
 - ঘ) স্বরতন্ত্রী কমিপত হয় কোন বর্ণের উচ্চারণে?
 - ঙ) তালু থেকে উচ্চারিত বর্ণকে কি বলে?
 - চ) স্পর্শবর্ণের শেষ বর্ণ কোনটি?

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

সন্ধিপ্রকরণম्

সন্ধি : পাশাপাশি অবস্থিত দুই বর্ণের প্রস্তর মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন- পরি + ঈঙ্কা = পরীঙ্কা। এখানে ‘পরি’ শব্দের অন্তস্থিত ‘ই’ এবং ‘ঈঙ্কা’ শব্দের প্রথমে অবস্থিত ‘ঈ’ মিলিত হয়ে ‘ঈ’ হয়েছে। সন্ধির অন্য নাম সংহিতা।

সন্ধির শ্রেণীভেদ : সন্ধি দুই প্রকার- স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। স্বরসন্ধির অন্য নাম অচ্সন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধির অন্য নাম হলসন্ধি। বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

স্বরসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন- হিম + আলয়ঃ = হিমালয়ঃ। এখানে ‘হিম’ শব্দের অন্তস্থিত ‘অ’ এবং ‘আলয়ঃ’ শব্দের প্রথমে অবস্থিত ‘আ’ মিলে ‘আ’ হয়েছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি : ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন- দিক্ + গজঃ = দিগ্গজঃ। এখানে ‘দিক্’ শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ ‘ক্’ ক-বর্ণের প্রথম বর্ণ। এর পরে ‘গজঃ’ পদের প্রথমে ক-বর্ণের তৃতীয় বর্ণ ‘গ’ থাকায় ক-বর্ণের প্রথম বর্ণ ‘ক্’ স্থানে ‘গ্’ হয়েছে। এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে ব্যঞ্জনসন্ধি হয়েছে। জগৎ + ঈশঃ = জগদীশঃ। এখানে পরে স্বরবর্ণ ‘ঈ’ থাকায় ‘জগৎ’ শব্দের অন্তস্থিত ‘ৎ’ স্থানে ‘দ্’ হয়েছে।

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে স্বর অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন- পূর্ণঃ + চন্দ্ৰঃ = পূর্ণচন্দ্ৰঃ। এখানে ‘পূর্ণঃ’ শব্দের অন্তস্থিত (ঃ) বিসর্গ-এর পরে ‘চ’ থাকায় বিসর্গ স্থলে ‘শ’ হয়েছে। পুনঃ + অপি = পুনরপি। এখানে ‘পুনঃ’ শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গের পরে স্বরবর্ণ ‘অ’ থাকায় বিসর্গ স্থানে ‘ৱ’ হয়েছে।

স্বরসন্ধির নিয়ম

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার অথবা আ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + অ = আ
অ + আ = আ
আ + অ = আ
আ + আ = আ

নব + অন্ম = নবান্ম
দেব + আলয় = দেবালয়ঃ
মহা + অর্ধঃ = মহার্ধঃ
বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ

২। যদি ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে উভয়ের মিলনে ঈ-কার হয়, ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + ই = ঈ	রবি + ইন্দ্ৰঃ = রবীন্দ্ৰঃ
ই + ঈ = ঈ	প্রতি + ঈঙ্গা = প্রাতীঙ্গা
ঈ + ই = ঈ	মহী + ইন্দ্ৰঃ = মহীন্দ্ৰঃ
ঈ + ঈ = ঈ	পৃথী + ঈশ্বৰঃ = পৃথীশ্বৰঃ

৩। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে উ-কার হয়, উ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

উ + উ = উ	কটু + উক্তিঃ = কটুক্তিঃ
উ + ঊ = ঊ	লঘু + উর্মিঃ = লঘুৰ্মিঃ
উ + উ = ঊ	বধু + উৎসব = বধুৎসবঃ
উ + ঊ = ঊ	ভূ + উর্ধ্বম = ভূৰ্ধ্বম

৪। অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে এ-কার হয়, এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ই = এ	দেব + ইন্দ্ৰঃ = দেবেন্দ্ৰঃ
আ + ই = এ	লতা + ইব = লতেব
অ + ঈ = এ	গণ + ঈশঃ = গণেশঃ
আ + ঈ = এ	রমা + ঈশঃ = রমেশঃ

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + উ = ও	সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ
আ + উ = ও	মহা + উদয়ঃ = মহোদয়ঃ
অ + ঊ = ও	এক + ঊনবিংশতিঃ = একোনবিংশতিঃ
আ + ঊ = ও	গজা + উর্মিঃ = গজোৰ্মিঃ

৬। অ-কার বা আ-কারের পর এ-কার বা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ঐ-কার হয়, ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + এ = ঐ
আ + এ = ঔ^১
অ + ঐ = ঔ^২
আ + ঐ = ঔ^৩

অদ্য + এব = অদ্যেব
তদা + এব = তদৈব
মত + ঐক্যম = মতৈক্যম
মহা + ঐশ্বর্যম = মহৈশ্বর্যম

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ঔ-কার হয়, ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ও = ঔ^৪
আ + ও = ঔ^৫
অ + ঔ = ঔ^৬
আ + ঔ = ঔ^৭

জল + ওকা = জলৌকা
মহা + ওষধিঃ = মহৌষধিঃ
গত + ঔৎসুক্যম = গতৌৎসুক্যম
মহা + ঔদ্যোগ্যম = মহৌদ্যোগ্যম

৮। অ-কার বা আ-কারের পর ঝ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ‘অৱ্’ হয়, ‘অৱ্’-এর ‘অ’ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, রং
রেফ (‘) হয়ে পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন-

অ + ঝ = অৱ্
অ + ঝ = অৱ্
আ + ঝ = অৱ্
আ + ঝ = অৱ্

দেব + ঝষিঃ = দেবষিঃ
সপ্ত + ঝষিঃ = সপ্তষিঃ
মহা + ঝষিঃ = মহৰ্ষিঃ
রাজা + ঝষিঃ = রাজৰ্ষিঃ

৯। ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ই-কার এবং ঈ-কার স্থানে য় হয়,
উক্ত য় য-ফলা (ঝ) রূপে পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর য়-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + অ = ই-স্থানে য়
ই + আ = ই-স্থানে য়
ঈ + অ = ঈ-স্থানে য়
ঈ + উ = ঈ-স্থানে য়

যদি + অপি = যদ্যপি
অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ
নদী + অমৃ = নদ্যমৃ
দেবী + উবাচ = দেব্যবাচ

১০। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উ-কার বা ঊ-কার স্থানে ব় হয়,
উক্ত ব় পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর ব়-কারে যুক্ত হয়। যেমন-

উ + অ = উ-স্থানে ব়
উ + আ = উ-স্থানে ব়
উ + এ = উ-স্থানে ব়
উ + ঐ = উ-স্থানে ব়

অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ
সু + আগতম = স্বাগতম
অনু + এষণম = অন্বেষণম
বধু + ঐশ্বর্যম = বদ্বৈশ্বর্যম

১। স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ-স্থানে আয়, ঐ-স্থানে আয়, ও-স্থানে অব্ এবং ঔ-স্থানে আব্ হয়। যেমন-

এ + অ = অয় + অ = অয়	নে + অন্ম = নয়ন্ম
ঐ + অ = আয় + অ = আয়	গৈ + অকঃ = গায়কঃ
ও + অ = অব্ + অ = অব	পো + অনঃ = পবনঃ
ঔ + উ = আব্ + উ = আবু	ভৌ + উকঃ = ভাবুকঃ

ব্যঙ্গন সান্ধির নিয়মসমূহ

১। যদি ত্ ও দ্-এর পরে চ বা ছ থাকে, তবে ত্ ও দ্-এর স্থানে চ হয়। যেমন-

ত্ + চ = চ	মহৎ + চক্রম্ = মহচচক্রম্
দ্ + চ = চ	বিপদ্ + চয়ঃ = বিপচচয়ঃ
ত্ + ছ = ছ	মহৎ + ছত্রম্ = মহচছত্রম্
দ্ + ছ = ছ	তদ্ + ছবিঃ = তচছবিঃ

২। যদি ত্ ও দ্-এর পরে জ্ বা ঝ থাকে, তাহলে ত্ ও দ্-এর স্থানে জ্ হয়। যেমন-

ত্ + জ = জ	যাবৎ + জীবেৎ = যাবজ্জীবেৎ
ত্ + ঝ = জ্বা	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্বাটিকা
দ্ + জ = জ	তদ্ + জন্ম = তজ্জন্ম
দ্ + ঝ = জ্বা	তদ্ + ঝান্তকারঃ = তজ্বান্তকারঃ

৩। পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর তালব্য শ্ থাকলে ত্ ও দ্-স্থানে চ এবং তালব্য শ্-স্থানে ছ হয়। যেমন-

ত্ + শ = ছ	তৎ + শুত্রা = তচ্ছুত্রা
ত্ + শ = ছ	মৃৎ + শকটিকম্ = মৃচ্ছকটিকম্
দ্ + শ = ছ	তদ্ + শরীরম্ = তচ্ছরীরম্
দ্ + শ = ছ	তদ্ + শোকঃ = তচ্ছোকঃ

৪। পদের অন্তস্থিত ত্-এর পর যদি হ থাকে, তবে ত্-স্থানে দ্ এবং হ্-স্থানে ধ্ হয়। যেমন-

ত্ + হ = ম্ব	উৎ + হতঃ = উন্ধতঃ
ত্ + হ = ম্ব	উৎ + হারঃ = উন্ধারঃ
দ্ + হ = ম্ব	তদ্ + হিতম্ = তন্ধিতম্
দ্ + হ = ম্ব	পদ্ + হতঃ = পন্ধতঃ

- ৫। ত কিংবা দ-এর পর যদি ল থাকে, তবে ত ও দ-এর স্থানে ল হয়। যেমন-

$$\text{ত} + \text{ল} = \text{ল}$$

$$\text{উ} + \text{লিখিত} = \text{উলিখিত}$$

ত + ল = ল

ଓ + লাসঃ = উলাস

দ + ল = ল

ତନ୍ଦ + ଲୀଳା = ତଲୀଳା

- ୬। ସରବର୍ଷ, ବର୍ଗେର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ କିଂବା ଯୁଗାଲୁ ହୁ ପରେ ଥାକଲେ ପଦେର ଅନ୍ତେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷୟାନେ ଗ୍ରେଜ୍‌ମେନ୍‌ଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହୁଏଇଛନ୍ତି ।

বাক + স্টেশ়ন = বাটীশ়ান

দিক + গজ = দিগগজ

অচ + অন্তঃ = অজন্তঃ

সম্মাটি + বদতি = সম্মানবদতি

অপ + হৱণম = অবহৱণম

- ৭। ত্রুট্যবরের পরে অবস্থিত ছু-স্থানে ছু হয়। যেমন-

$$\text{পরি} + \text{চেদঃ} = \text{পরিচেদঃ}$$

অব + ছেদঃ = অবছেদঃ

বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষছায়া।

বিসর্গসম্বিধির নিয়মসমগ্র

- ১। যদি চূঁ বা ছু পরে থাকে, তবে বিসর্গস্থানে তালব্য শু হয়। যেমন-

କ୍ଷ + ଟି୍ = କଷି୍ଟ

ନିଃ + ଚିତ୍ତ = ନିଶ୍ଚିତ୍ତ

ପୂର୍ଣ୍ଣ + ଚନ୍ଦ୍ର = ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ।

- ২। যদি তু পরে থাকে, তবে বিসর্গস্থানে সহয়। যেমন-

ନିଃ + ତାରଃ = ନିସତାରଃ

নদ্যাঃ + তীরে = নদ্যাস্তীরে

ଉଦିତ: + ତପନ: = ଉଦିତ୍‌ତପନ:

- ৩। যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা ঘ. র. ল. ব. হ. পরে থাকে, তবে অ-কারের পরস্মিত বিসর্গস্থানে ও-কার হয়। যেমন—

সদ্যঃ + জাতঃ = সদ্যোজাতঃ

শান্তঃ + গজঃ = শান্তে গজঃ

তগ্নঃ + ঘটঃ = ভগ্নে ঘটঃ
শিরঃ + মণঃ = শিরোমণঃ
বীরঃ + যোদ্ধা = বীরো যোদ্ধা
লোহিতঃ + রবিঃ = লোহিতো রবিঃ
কৃতঃ + লোভঃ = কৃতো লোভঃ
দৃঢ় + বন্ধঃ = দৃঢ়ো বন্ধঃ
ভীতঃ + হরিগঃ = ভীতো হরিগঃ

৪। রং পরে থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে যে রং হয় তা লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন-

নিঃ + রবঃ = নীরবঃ
নিঃ + রসঃ = নীরসঃ
নিঃ + রোগঃ = নীরোগঃ

৫। যদি অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে, তবে অ-কারের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়, পরে আর সন্ধি হয় না। যেমন-

অতঃ + এব = অতএব
চন্দ্ৰঃ + উদেতি = চন্দ্ৰ উদেতি
নবঃ + ইব = নব ইব
কঃ + এষঃ = ক এষঃ

৬। যদি অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ বা কোন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকে, তবে ‘সঃ’ ও ‘এষঃ’— এই দুটি পদের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়। যেমন-

সঃ + উবাচ = স উবাচ
এষঃ + পঠতি = এষ পঠতি
সঃ + আগতঃ = স আগতঃ
এষঃ + গচ্ছতি = এষ গচ্ছতি

সংস্কৃত অনুবাদে সন্ধির ব্যবহার :

সংস্কৃত বাক্যে সন্ধি কর্তার ইচ্ছাধীন। তবে সন্ধির ফলে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন— দেবস্য আলয়ঃ (দেবের আলয়) না বলে যদি ‘দেবালয়ঃ’ বলা হয়, তবে পদটি শুভিমধুর হয়।

সন্ধি প্রয়োগ করে কয়েকটি অনুবাদের আদর্শ : দেবী বললেন— দেবুবাচ। বিদ্যার আলয়— বিদ্যালয়ঃ। শিক্ষকের আদেশ— শিক্ষকস্যাদেশঃ। ঘোড়া দৌড়ায়— অশ্বো ধাবতি। শান্ত হও— শান্তো ভব। সূর্যের উদয়— সূর্যোদয়ঃ।

অনুশীলনী

১। শুল্ক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) অদ্য + এব = অদ্যেব / আদ্যেব / অদ্য ইব / অদিব্য ।
 (খ) সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ / সূর্যাদয়ঃ / সূর্যেদয়ঃ / সূর্যৌদয়ঃ ।
 (গ) অতি + আচারঃ = অত্যাচার / অত্যাচারঃ / অত্যচারঃ / অত্যাচার ।
 (ঘ) তদ + জন্ম = তদ্জন্ম / তৎজন্ম / তজ্জন্ম / তজ্জান্ম ।
 (ঙ) নিঃ + রোগঃ = নিরোগঃ / নীরোগঃ / নিরোগ / নীরোগ ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- গিরি + —— = গিরীশঃ । —— + আগতম् = স্বাগতম্ ।
 মহা + খষিঃ = —— । জন + একঃ = —— । —— + উত্তরম् = প্রশ্নোত্তরম্ ।

৩। সম্বিধ কর :

- | | | |
|---------------|-----------------|-------------|
| মহা + অর্ঘঃ । | অতি + আচারঃ । | নৌ + ইকঃ । |
| অচ + অন্তঃ । | নদ্যাঃ + তীরে । | নিঃ + রবঃ । |
| অতঃ + এব । | সঃ + উবাচ । | |

৪। সম্বিধিচ্ছেদ কর :

নবান্নম্, প্রতীক্ষা, দেবেন্দ্রঃ, মতেক্যম্, নদ্যাম্বু, যাবজ্জীবেৎ, উলাসঃ, বাগীশঃ, কশিঃ ।

৫। সম্বিধ কাকে বলে? সম্বিধ কত প্রকার ও কি কি?

৬। স্বরসম্বিধ ও ব্যঞ্জনসম্বিধির পার্থক্য লেখ ।

৭। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) শিশু রোদন করছে । (খ) বিদ্যার আলয় । (গ) লতার মত । (ঘ) মহান খষি । (ঙ) সেই ছবি ।
 (চ) কোনও এক । (ছ) নদীর তীরে । (জ) দেবী বললেন ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) নাস্তি দোষঃ । (খ) নমস্তস্যে । (গ) বাযুর্বাতি । (ঘ) শ্রম এব যজ্ঞঃ । (ঙ) নীরোগো ভব ।

ত্রুটীয়ঃ পাঠঃ

লিঙ্গাপ্রকরণম্

সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ তিনি প্রকার- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। সাধারণত পুরুষবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ। যেমন- বালকঃ, নরঃ, পুত্রঃ ইত্যাদি। স্ত্রীবাচক শব্দ সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- বালিকা, নারী, দেবী, স্ত্রী ইত্যাদি। যে শব্দ দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই বোঝায় না সাধারণত তা ক্লীবলিঙ্গ। যেমন- জলম, ফলম, পুক্ষম ইত্যাদি।

তবে সংস্কৃত ভাষায় সব সময় অর্থ দেখে শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা যায় না। দার, ভার্যা ও কলত্র- এই তিনটি শব্দের একই অর্থ ‘স্ত্রী’, কিন্তু ‘দার’ পুংলিঙ্গ শব্দ, ‘ভার্যা’ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ‘কলত্র’ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।

পুংলিঙ্গ

- ১। দেব, দৈত্য, ঘৰ্গ, গিরি, সমুদ্র, যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের পর্যায়বাচক শব্দগুলি পুংলিঙ্গ। যেমন-
 - ক) দেববাচক : দেবঃ, সুরঃ, অমরঃ ইত্যাদি।
 - খ) দৈত্যবাচক : দৈত্যঃ, অসুরঃ, দানবঃ, রাক্ষসঃ ইত্যাদি।
 - গ) ঘৰ্গবাচক : ঘৰ্গঃ, ত্রিদিবঃ, দেবলোকঃ, সুরলোকঃ ইত্যাদি।
 - ঘ) গিরিবাচক : গিরিঃ, পর্বতঃ, শৈলঃ, নগঃ ইত্যাদি।
 - ঙ) সমুদ্রবাচক : সমুদ্রঃ, সাগরঃ, অর্চবঃ ইত্যাদি।
 - চ) যজ্ঞবাচক : যজ্ঞঃ, যাগঃ, মৰ্যঃ, ক্রতুঃ ইত্যাদি।
- ২। দেবগণের নামও পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন- অগ্নিঃ, বিষ্ণুঃ, ইন্দ্রঃ, শিবঃ, গণেশঃ, মহেশ্বরঃ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ

- ১। আ-কারান্ত, ঈ-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দগুলি সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন- লতা, শৃঙ্খলা, বিদ্যা, প্রতা, নদী, জননী, মহী, সরম্বতী, লক্ষ্মী, বধু, ভূ ইত্যাদি।
- ২। ঝ-কারান্ত মাত্ (মা), দুহিত্ (কন্যা), সসৃ (ভগ্নী), ননন্দ (ননদ) প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন-
 - মাতা, দুহিতা, স্বসা, ননন্দা ইত্যাদি।

ঝীবলিঙ্গ

- ১। গগন, নয়ন, বন, কুসুম, ধন, অনু ও জলবাচক শব্দ ঝীবলিঙ্গ। যেমন—
 ক) গগনবাচক : গগনম্, অস্ত্রম্, নভঃ ইত্যাদি।
 খ) নয়নবাচক : নয়নম্, নেত্রম্, লোচনম্ ইত্যাদি।
 গ) বনবাচক : বনম্, অরণ্যম্, বিপিনম্ ইত্যাদি।
 ঘ) কুসুমবাচক : কুসুমম্, পুষ্পম্ ইত্যাদি।
 ঙ) ধনবাচক : ধনম্, বিস্তম্, দ্রবিণম্ ইত্যাদি।
 চ) অনুবাচক : অনুম্, খাদ্যম্, ভোজ্যম্ ইত্যাদি।
 ছ) জলবাচক : জলম্, বারি ইত্যাদি।
- ২। যে-সব শব্দের শেষে ‘অস’ থাকে, সেগুলি সাধারণত ঝীবলিঙ্গ। যেমন— পংস, চেতস, মনস, বচস,
 তমস ইত্যাদি।

সংস্কৃতানুবাদ

দেবগণ— দেবাঃ। দৈত্যদের শেষে ‘অস’ থাকে, সেগুলি সাধারণত ঝীবলিঙ্গ। পর্বত থেকে— পর্বতাঃ। সমুদ্রগুলিতে—
 সমুদ্রেশু। যজ্ঞের দ্বারা— যজ্ঞেন। বিষুব— বিষ্ণোঃ। গণেশকে— গণেশম্। লতার— লতায়াঃ। বিদ্যার দ্বারা—
 বিদ্যয়া। ভার্যাকে— ভার্যাম্। সরস্বতীর— সরস্বত্যাঃ। লক্ষ্মী— লক্ষ্মীঃ। বধুগণ— বধুঃ। মাকে— মাতরম্।
 দুহিতার— দুহিতুঃ। জল— জলম্। অনু— অনুম্। গগন— গগনম্। খাদ্য— খাদ্যম্। চোখ— নয়নম্। বন— বনম্।

অনুশীলনী

- ১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) টিক দাও :

- ক) দৈত্যবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ / স্ত্রীলিঙ্গ / ঝীবলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ।
 খ) সাধারণত পুরুষবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ / ঝীবলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ / পুংলিঙ্গ।
 গ) ‘ত্রিদিব’ শব্দ ঝীবলিঙ্গ / পুংলিঙ্গ / স্ত্রীলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ।
 ঘ) ‘কলত্র’ শব্দের অর্থ পুত্র / কন্যা / স্ত্রী / পিতা।
 ঙ) ‘বারি’ শব্দ অনু / গগন / পুষ্প / জল শব্দের প্রতিশব্দ।

২। নিচের শব্দগুলির লিঙ্গ নির্ণয় কর :

স্বর্গ, পর্বত, জননী, ক্রতু, পুরুষ, বিদ্যা, বারি।

৩। কোন্ কোন্ শব্দ সাধারণত ছাঁটিলিঙ্গ ?

৪। স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশক দুটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ ।

৫। পুরুষলিঙ্গ নির্দেশক প্রথম নিয়মটি উদাহরণসহ উল্লেখ কর ।

৬। সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি ?

৭। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

দেবগণের । সরস্বতীকে । যজ্ঞের দ্বারা । বিদ্যা থেকে । জল । খাদ্য । চোখ থেকে । মাকে । বধুগণ ।

বিষুব । সমুদ্রে । কন্যারা । গণেশের ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

অসুরৌ, বিদ্যায়া, বিষুবণ, ভার্যাম, পর্বতাঃ ।

চতুর্থঃ পাঠঃ

শব্দরূপঃ

শদের সঙ্গে সাতটি বিভক্তি যুক্ত হয়— প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থী (৪য়ী), পঞ্চমী (৫য়ী), ষষ্ঠী (৬য়ী) ও সপ্তমী (৭য়ী)। এই সাতটি বিভক্তির প্রত্যেকটির তিনটি বচন— একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। সুতরাং শব্দবিভক্তির মোট রূপ একুশটি (৭×৩)। শব্দ বিভক্তির অপর নাম সুপঃ।

শব্দ বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সু	ষ্টু	জস্
দ্বিতীয়া	অম্	ষ্টুট্	শস্
তৃতীয়া	টা	ভ্যাম্	ভিস্
চতুর্থী	ঝে	ভ্যাম্	ভাস্
পঞ্চমী	ঙসি	ভ্যাম্	ভ্যস্
ষষ্ঠী	ঙস্	ওস্	আম্
সপ্তমী	ঙি	ওস্	সুপঃ

শব্দ বিভক্তির আকৃতি প্রয়োগের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিতভাবে লেখা যেতে পারে—

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ঃ	ষ্টু	অঃ
দ্বিতীয়া	অম্	ষ্টু	অঃ
তৃতীয়া	আ	ভ্যাম্	ভিঃ
চতুর্থী	এ	ভ্যাম্	ভাঃ
পঞ্চমী	অঃ	ভ্যাম্	ভ্যঃ
ষষ্ঠী	অঃ	ওঃ	আম্
সপ্তমী	ই	ওঃ	সু

শব্দরূপ : সাতটি বিভক্তি ও সংযোধনের তিনটি বচনে শদের যে বিভিন্ন রূপ হয় তাদের বলা হয় শব্দরূপ।

নিম্নে কয়েকটি শব্দের রূপ প্রদর্শিত হল :

ই-কারান্ত পুঁজিঙ্গা শব্দ

১। মুনি (খাষি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	মুনিঃ	মুনী	মুনযঃ
২য়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্
৩য়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
৪থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৫মী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্
৭মী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সংশোধন	মুনে	মুনী	মুনযঃ

দ্রষ্টব্য : পতি ও সখি ব্যতীত অগ্নি, রবি, বিধি, কবি, কপি, বহি, গিরি, রশ্মি প্রভৃতি ই-কারান্ত পুঁজিঙ্গা শব্দের রূপ মুনি শব্দের মত। সমাসে পরপদস্থ পতি শব্দের রূপও মুনি শব্দের মত হয়। যেমন— নরপতি, ভূপতি, শ্রীপতি, নৃপতি, মহীপতি, শচীপতি, লক্ষ্মীপতি ইত্যাদি।

২। পতি (স্বামী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	পতিঃ	পতী	পতযঃ
২য়া	পতিম্	পতী	পতীন্
৩য়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ
৪থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
৫মী	পত্যঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	পত্যঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্
৭মী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু
সংশোধন	পতে	পতী	পতযঃ

৩। সখি (বন্ধু)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সখা	সখায়ৌ	সখায়ঃ
২য়া	সখায়ম্	সখায়ৌ	সখীন्
৩য়া	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৪র্থী	সখ্যে	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৫মী	সখ্যঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	সখ্যঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
৭মী	সখ্যৌ	সখ্যোঃ	সখিষ্মু
সংশোধন	সখে	সখায়ৌ	সখায়ঃ

আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

১। লতা (ত্রুতী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	লতা	লতে	লতাঃ
২য়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
৩য়া	লতরা	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৪র্থী	লতায়ে	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৫মী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
৭মী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সংশোধন	লতে	লতে	লতাঃ

দ্রষ্টব্য : শুন্ধা, প্রভা, বিভা, আশা, ইচ্ছা, দয়া, কৃপা, বীণা, দেবতা, লজ্জা, ঘৃণা, বিদ্যা, গজা প্রভৃতি আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ লতা শব্দের অনুরূপ।

২। কল্যা (মেয়ে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কল্যা	কল্যে	কল্যাঃ
২য়া	কল্যাম্	কল্যে	কল্যাঃ
৩য়া	কল্যয়া	কল্যাভ্যাম্	কল্যাভ্যঃ
৪র্থী	কল্যায়ে	কল্যাভ্যাম্	কল্যাভ্যঃ
৫মী	কল্যায়াঃ	কল্যাভ্যাম্	কল্যাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কল্যায়াঃ	কল্যয়োঃ	কল্যানাম্
৭মী	কল্যায়াম্	কল্যয়োঃ	কল্যাসু
সংশোধন	কল্যে	কল্যে	কল্যাঃ

৩। দুর্গা (দশভূজা দেবী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	দুর্গা	দুর্গে	দুর্গাঃ
২য়া	দুর্গাম্	দুর্গে	দুর্গাঃ
৩য়া	দুর্গয়া	দুর্গাভ্যাম्	দুর্গাভিঃ
৪থী	দুর্গায়ৈ	দুর্গাভ্যাম্	দুর্গাভ্যঃ
৫মী	দুর্গায়াঃ	দুর্গাভ্যাম্	দুর্গাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	দুর্গায়াঃ	দুর্গয়োঃ	দুর্গানাম্
৭মী	দুর্গায়াম্	দুর্গয়োঃ	দুর্গাসু
সংশ্লেষণ	দুর্গে	দুর্গে	দুর্গাঃ

ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

১। নদী (তটিনী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	নদী	নদৌ	নদ্যঃ
২য়া	নদীম্	নদৌ	নদীঃ
৩য়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ
৪থী	নদ্যে	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
৫মী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
৬ষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
৭মী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীসু
সংশ্লেষণ	নদি	নদৌ	নদ্যঃ

দ্রষ্টব্য : গৌরী, সুন্দরী, নারী, সতী, সরষ্টী, পৃথিবী, লেখনী, নগরী, শ্রেণী, কালী প্রভৃতি ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ নদী শব্দের অনুরূপ।

২। দেবী (স্ত্রীদেবতা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	দেবী	দেবৌ	দেব্যঃ
২য়া	দেবীম্	দেবৌ	দেবীঃ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
৩য়া	দেব্যা	দেবীভ্যাম्	দেবীভিঃ
৪থী	দেবৈ	দেবীভ্যাম্	দেবীভাঃ
৫মী	দেব্যাঃ	দেবীভ্যাম্	দেবীভ্যঃ
ষষ্ঠী	দেব্যাঃ	দেব্যোঃ	দেবীনাম্
৭মী	দেব্যাম্	দেব্যোঃ	দেবীষু
সম্মোধন	দেবি	দেব্যো	দেব্যঃ

৩। শ্রী (লক্ষ্মী, সৌন্দর্য)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	শ্রীঃ	শ্রিয়ো	শ্রিযঃ
২য়া	শ্রিয়ম্	শ্রিয়ো	শ্রিযঃ
৩য়া	শ্রিয়া	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভিঃ
৪থী	শ্রিয়ে, শ্রিয়ে	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
৫মী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
৬ষ্ঠী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রিয়োঃ	শ্রিযাম্, শ্রীণাম্
৭মী	শ্রিয়াম্, শ্রিয়ি	শ্রিয়োঃ	শ্রীষু
সম্মোধন	শ্রীঃ	শ্রিয়ো	শ্রিযঃ

দ্রষ্টব্য : হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধি) ও ভী (ভয়) শব্দের রূপ শ্রী-শব্দের মত।

অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ

১। ফল

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ফলাম্	ফলে	ফলানি
২য়া	ফলাম্	ফলে	ফলানি
৩য়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলেভিঃ
৪থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৫মী	ফলাঃ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
৭মী	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্মোধন	ফল	ফলে	ফলানি

দ্রষ্টব্য : পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, অন্ন, ছত্র, জ্বান, তৃণ, যুদ্ধ, রাষ্ট্র, বন, অরণ্য, ধন, কমল, নয়ন, পুষ্প প্রভৃতি
অ-কারান্ত ক্লীবিলিঙ্গ শব্দের রূপ ফল শব্দের মত।

২। কমল (পদ্ম)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কমলম্	কমলে	কমলানি
২য়া	কমলম্	কমলে	কমলানি
৩য়া	কমলেন	কমলাভ্যাম্	কমলেঃঃ
৪থী	কমলায়	কমলাভ্যাম্	কমলেভ্যাঃঃ
৫মী	কমলাত্	কমলাভ্যাম্	কমলেভ্যাঃঃ
৬ষ্ঠী	কমলস্য	কমলয়োঃঃ	কমলানাম্
৭মী	কমলে	কমলয়োঃঃ	কমলেযু
সম্মেধন	কমল	কমলে	কমলানি

৩। তৃণ (ঘাস)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	তৃণম্	তৃণে	তৃণানি
২য়া	তৃণম্	তৃণে	তৃণানি
৩য়া	তৃণেন	তৃণাভ্যাম্	তৃণেঃঃ
৪থী	তৃণায়	তৃণাভ্যাম্	তৃণেভ্যাঃঃ
৫মী	তৃণাত্	তৃণাভ্যাম্	তৃণেভ্যাঃঃ
৬ষ্ঠী	তৃণস্য	তৃণয়োঃঃ	তৃণানাম্
৭মী	তৃণে	তৃণয়োঃঃ	তৃণেযু
সম্মেধন	তৃণ	তৃণে	তৃণানি

সংস্কৃতানুবাদ

বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের জন্য সংস্কৃত শব্দরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাংলায় শব্দের সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত থাকে, সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় শব্দের সঙ্গে সেই বিভক্তিই যোগ করতে হয়। এজন্য সংস্কৃতানুবাদ শিক্ষার পূর্বে বাংলা শব্দবিভক্তির আকৃতি মুখস্থ করা অত্যাবশ্যক। একারণেই নিম্নে বাংলা শব্দবিভক্তির আকৃতি প্রদত্ত হল :

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	অ	রা, এরা
২য়া	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগরে
৩য়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগদ্বারা, দিগদিয়া, দিগকর্তৃক
৪থী	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগরে
৫মী	হতে, থেকে, চেয়ে	দিগ হতে, দিগ থেকে
৬ষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের
৭মী	তে, এ, য	দিগেতে, দিগে

শব্দবিভক্তির প্রয়োগ : বালককে 'বালক' মূল শব্দ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'কে'। 'কে' দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের চিহ্ন। সুতরাং 'বালককে' দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনান্ত পদ। এজন্য সংস্কৃতে অনুবাদের সময় 'বালক' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন প্রয়োগ করতে হবে। 'বালক' শব্দ 'নর' শব্দের মত। 'নর' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন 'নরম'। সুতরাং 'বালক' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন 'বালকম'। এভাবে বাংলা শব্দবিভক্তির আকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে হবে।

অনুবাদের ক্রিয়া আদর্শ : বালকেরা—বালকাঃ। বালকের—বালকস্য। বালক থেকে—বালকাত। মুনির দ্বারা—মুনিনা। মুনিগণে—মুনীনাম। পতিকে—পতিম। পতির—পতুঃ। বন্ধুর দ্বারা—সখ্যা। লতার দ্বারা—লতয়া। লতার—লতায়াঃ। কন্যাগণ—কন্যাঃ। দুটি নদী—নদ্যৌ। দেবীর—দেব্যাঃ। ফলগুলি—ফলানি। দুটি পদ্ম—কমলে। তৃণ থেকে—তৃণাত।

অনুশীলনী

১। শুধু উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) 'মুনি' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ— মুনিন् / মুনীন্ / মুনিনা / মুনয়ে।
- খ) 'সখি' শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনের রূপ— সখ্যা / সুখ্যে / সখিনা / সখ্যুঃ।
- গ) 'লতা' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ— লতাভিঃ / লতায়ৈ / লতয়া / লতাসু।
- ঘ) 'ফল' শব্দের সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনের রূপ— ফলানাম্ / ফলেষু / ফলেন / ফলাত।
- ঙ) 'পাপ' শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের রূপ— পাপানি / পাপম্ / পাপানী / পাপিনা।

২। নির্দেশ অনুযায়ী নিচের শব্দগুলির রূপ লেখ :

- ক) 'মুনি' শব্দের চতুর্থী বিভক্তির একবচনের রূপ।
- খ) 'নরপতি' শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনের রূপ।
- গ) 'পতি' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ।

- ঘ) 'সথি' শব্দের চতুর্থী বিভক্তির একবচনের রূপ।
 ঙ) 'লতা' শব্দের সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।
 চ) 'প্রাতা' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ।
 ছ) 'নদী' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনের রূপ।
 জ) 'ফল' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।
 ঝ) 'পুষ্প' শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের রূপ।
 ঞ) 'তৃণ' শব্দের চতুর্থী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক) শব্দের সঙ্গে কয়টি বিভক্তি যুক্ত হয়?
 খ) শব্দরূপ কাকে বলে?
 গ) 'ভূপতি' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?
 ঘ) 'বিদ্যা' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?
 ঙ) 'ধী' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?

৪। প্রথমা থেকে চতুর্থী বিভক্তি পর্যন্ত নদী শব্দের রূপ লেখ।

৫। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

বালকের। পতিকে। দুটি নদী। মুনিগণের। লতার। বালক থেকে। লতার দ্বারা। পদ্মগুলি।

৬। বাংলায় অনুবাদ কর :

বালকাণ্ড। মুনেং। কমলানি। নদ্যঃ। লতাসু। দেব্যাঃ। শ্রীঃ। তৃণাঃ। পতুঃ। দুর্গায়ে। সরস্বত্যাঃ।

৭। 'দুর্গা' শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।

৮। চতুর্থী থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত 'লতা' শব্দের রূপ লেখ।

৯। প্রথমা থেকে তৃতীয়া বিভক্তি পর্যন্ত 'অগ্নি' শব্দের রূপ লেখ।

১০। 'মুনি' শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।

১১। সকল বিভক্তি ও বচনে শব্দবিভক্তির আকৃতি লেখ।

পঞ্চমঃ পাঠঃ

ধাতুরূপঃ

সংস্কৃত ভাষায় পুরুষ তিনি প্রকার- উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ। অহম् (আমি), আবাম্ (আমরা দুজন), বয়ম্ (আমরা) উত্তমপুরুষ। তম্ (তুমি), যুবাম্ (তোমরা দুজন), যুয়ম্ (তোমরা) মধ্যমপুরুষ এবং অবশিষ্ট সব, যেমন- সঃ (সে), তৌ (তারা দুজন), তে (তারা), রামঃ, অনুপঃ, কমলা, সারদা প্রভৃতি প্রথমপুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের তিনটি বচন- একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

ক্রিয়ার মূলকে বলা হয়া ধাতু। ধাতুর চিহ্ন \checkmark । \checkmark পঠ, \checkmark গম, \checkmark দৃশ্য প্রভৃতি ধাতু। কর্তৃবাচ্যে ধাতু তিনি প্রকার। পরমেশ্বরী, আত্মনেপদী ও উত্তয়পদী।

ক্রিয়ার ব্যাপার বোঝাতে ধাতুর সঙ্গে তি, তস্, অন্তি, দ্, তাম্, তু, অন্তু, যাৎ, স্যাতি প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। এই বিভক্তিগুলি ক্রিয়ার কাল বা ভাব প্রকাশ করে। এদের বলা হয় তিঙ্গবিভক্তি।

তিঙ্গবিভক্তি বা ধাতুবিভক্তি দশ ভাগে বিভক্ত। এই দশটি ভাগের মধ্যে লট্, লোট্, লঙ্গ, বিধিলিঙ্গ বা লিঙ্গ ও লংট্ প্রধান। এদের আদিতে 'ল' থাকায় এদের বলা হয় ল-কার। বর্তমান কাল অর্থে লট্, অতীতকাল অর্থে লঙ্গ, ভবিষ্যৎকাল অর্থে লংট্, বর্তমান অনুজ্ঞা (আদেশ, উপদেশ) প্রভৃতি বোঝাতে লোট্ এবং উচিত অর্থে বিধিলিঙ্গ বা লিঙ্গের ব্যবহার হয়।

প্রত্যেকটি ল-কারের উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ - এই তিনটি ভেদ এবং তাদের আবার একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন - এই তিনি ভেদ। ফলে তিঙ্গ বিভক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় $10 \times 3 \times 3 = 90$ (নববই)। আত্মনেপদেও তিঙ্গ বিভক্তির সংখ্যা ৯০। সুতরাং তিঙ্গ বিভক্তির মোট সংখ্যা ১৮০।

ধাতুরূপ : বিভিন্ন ল-কারে তিনটি পুরুষ ও তিনটি বচনে ধাতুর যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, তাদের বলা হয় ধাতুরূপ।

তিঙ্গ বা ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি

পরমেশ্বরী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	তি	সি	মি
দ্বিবচন	তস্ (তঃ)	থস্ (থঃ)	বস্ (বঃ)
বহুবচন	অন্তি	থ	মস্(মঃ)

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়মপুরুষ
একবচন	তু	হি	আনি
দ্বিবচন	তাম্	তম্	আব
বহুবচন	অস্তু	ত	আম

লঙ্গ

একবচন	দ(ৎ)	স(ঃ)	অম্
দ্বিবচন	তাম্	তম্	ব
বহুবচন	অন্	ত	ম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	যাৎ	যাস্ত(যাঃ)	যাম্
দ্বিবচন	যাতাম্	যাতম্	যাব
বহুবচন	যুস্ত(সুঃ)	যাত	যাম

লৃট্

একবচন	স্যতি	স্যসি	স্যামি
দ্বিবচন	স্যতস্ত(স্যতঃ)	স্যথস্ত(স্যথঃ)	স্যাবস্ত(স্যাবঃ)
বহুবচন	স্যতি	স্যথ	স্যামস্ত(স্যামঃ)

সংস্কৃত ধাতুরূপ অসংখ্য। এখানে কয়েকটি ধাতুরূপের পরিচয় দেওয়া হল।

১। গম্ (যাওয়া)

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়মপুরুষ
একবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
দ্বিবচন	গচ্ছতঃ	গচ্ছথঃ	গচ্ছাবঃ
বহুবচন	গচ্ছন্তি	গচ্ছথ	গচ্ছামঃ

লোট্

একবচন	গচ্ছতু	গচ্ছ	গচ্ছানি
দ্বিবচন	গচ্ছতাম্	গচ্ছতম্	গচ্ছাব
বহুবচন	গচ্ছত্তু	গচ্ছত	গচ্ছাম

লঙ্গ

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	অগচ্ছৎ	অগচ্ছঃ	অগচ্ছম্
দ্বিবচন	অগচ্ছতাম্	অগচ্ছতম্	অগচ্ছাব
বহুবচন	অগচ্ছন्	অগচ্ছত	অগচ্ছাম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	গচ্ছৎ	গচ্ছঃ	গচ্ছয়ম্
দ্বিবচন	গচ্ছতাম্	গচ্ছতম্	গচ্ছব
বহুবচন	গচ্ছযুঃ	গচ্ছত	গচ্ছম

লৃট

একবচন	গমিষ্যতি	গমিষ্যসি	গমিষ্যামি
দ্বিবচন	গমিষ্যতঃ	গমিষ্যথঃ	গমিষ্যাবঃ
বহুবচন	গমিষ্যন্তি	গমিষ্যথ	গমিষ্যামঃ

২। পঠ (পড়া)

লট

একবচন	পঠতি	পঠসি	পঠামি
দ্বিবচন	পঠতঃ	পঠথঃ	পঠাবঃ
বহুবচন	পঠন্তি	পঠথ	পঠামঃ

লোট

একবচন	পঠতু	পঠ	পঠানি
দ্বিবচন	পঠতাম্	পঠতম্	পঠাব
বহুবচন	পঠন্তু	পঠত	পঠাম

লঙ্গ

একবচন	অপঠৎ	অপঠঃ	অপঠম্
দ্বিবচন	অপঠতাম্	অপঠতম্	অপঠাব
বহুবচন	অপঠন্	অপঠত	অপঠাম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	পঠেৎ	পঠঃ	পঠেয়ম্
দ্বিবচন	পঠেতাম্	পঠেতম্	পঠেব
বহুবচন	পঠেযুঃ	পঠেত	পঠেম

লৃট

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উভয়পুরুষ
একবচন	পঠিষ্যতি	পঠিষ্যসি	পঠিষ্যামি
দ্বিবচন	পঠিষ্যতঃ	পঠিষ্যথঃ	পঠিষ্যাবঃ
বহুবচন	পঠিষ্যন্তি	পঠিষ্যথ	পঠিষ্যামঃ

৩। বদ্ (বলা) লৃট

একবচন	বদতি	বদসি	বদামি
দ্বিবচন	বদতঃ	বদথঃ	বদাবঃ
বহুবচন	বদন্তি	বদথ	বদামঃ

লোট

একবচন	বদতু	বদ	বদানি
দ্বিবচন	বদতাম্	বদতম্	বদাব
বহুবচন	বদন্তু	বদত	বদাম

লঙ্গ

একবচন	অবদৎ	অবদঃ	অবদম্
দ্বিবচন	অবদতাম	অবদতম্	অবদাব
বহুবচন	অবদন্ত	অবদত	অবদাম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	বদেৎ	বদেঃ	বদেয়ম্
দ্বিবচন	বদেতাম্	বদেতম্	বদেব
বহুবচন	বদেন্তঃ	বদেত	বদেম

লৃট

একবচন	বদিষ্যতি	বদিষ্যসি	বদিষ্যামি
দ্বিবচন	বদিষ্যতঃ	বদিষ্যথঃ	বদিষ্যাবঃ
বহুবচন	বদিষ্যন্তি	বদিষ্যথ	বদিষ্যামঃ

৪। লিখ (লেখা) লৃট

একবচন	লিখতি	লিখসি	লিখামি
দ্বিবচন	লিখতঃ	লিখথঃ	লিখাবঃ
বহুবচন	লিখন্তি	লিখথ	লিখামঃ

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	লিখতু	লিখ	লিখানি
দ্বিবচন	লিখতাম্	লিখতম্	লিখাৰ
বহুবচন	লিখন্তু	লিখত	লিখাম

লঙ্গ

একবচন	অলিখৎ	অলিখৎঃ	অলিখম্
দ্বিবচন	অলিখতাম্	অলিখতম্	অলিখাৰ
বহুবচন	অলিখন্ত	অলিখত	অলিখাম

বিধিলিঙ্গ

একবচন	লিখেৎ	লিখেঃ	লিখেয়ম্
দ্বিবচন	লিখেতাম্	লিখেতম্	লিখেৰ
বহুবচন	লিখেয়ৎ	লিখেত	লিখেম

লৃট্

একবচন	লেখিষ্যতি	লেখিষ্যসি	লেখিষ্যামি
দ্বিবচন	লেখিষ্যতঃ	লেখিষ্যথঃ	লেখিষ্যাবঃ
বহুবচন	লেখিষ্যন্তি	লেখিষ্যথ	লেখিষ্যামঃ

সংস্কৃতানুবাদ

সংস্কৃতে একটিমাত্র সংখ্যা বোঝালে হয় একবচন। যেমন— নরঃ (একজন মানুষ)। দুটি সংখ্যা বোঝালে দ্বিবচন। যেমন— নরৌ (দুজন মানুষ)। দুয়ের অধিক সংখ্যা বোঝালে হয় বহুবচন। যেমন— নরাঃ (মানুষেরা)।

সংস্কৃতে পুরুষ তিনিপ্রকার— উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ।

উত্তমপুরুষ : অহম् (আমি), আবাম্ (আমরা দুজন), বয়ম্ (আমরা)।

মধ্যমপুরুষ : তুম্ (তুমি), যুবাম্ (তোমরা দুজন), যুয়ম্ (তোমরা)।

প্রথমপুরুষ : সঃ (সে), তৌ (তারা দুজন), তে (তারা), ভবান् (আপনি), ভবন্তো (আপনারা দুজন), ভবন্তঃ (আপনারা), রামঃ, যদুঃ, শ্যামলঃ, কৃষঃ ইত্যাদি।

সংস্কৃতে কর্তা অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, অর্থাৎ কর্তা যে পুরুষ ও যে বচনের, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়।

বর্তমান কাল বা লৃট-এর প্রয়োগ

সে পড়ে- সঃ পঠতি। তারা দুজন পড়ে- তৌ পঠতঃ। তারা পড়ে- তে পঠন্তি। তুমি পড়- তুম্ম পঠসি। তোমরা দুজন পড়- যুবাম্ পঠথঃ। তোমরা পড়- যুয়ম্ পঠথ। আপনি পড়েন- ভবান् পঠতি। আপনারা দুজন পড়েন- ভবন্তো পঠতঃ। আপনারা পড়েন- ভবন্তঃ পঠন্তি।

অতীতকাল বা লঙ্ঘ-এর প্রয়োগ

সে গিয়েছিল- সঃ অগচ্ছৎ। তারা দুজন গিয়েছিল- তৌ অগচ্ছতাম্। তারা গিয়েছিল- তে অগচ্ছন্ম। আমি বলেছিলাম- অহম্ অবদম্ম। আমরা দুজন বলেছিলাম- আবাম্ অবদাব। আমরা বলেছিলাম- বয়ম্ অবদাম। তুমি লিখেছিলে- তুম্ম অলিখঃ। তোমরা দুজন লিখেছিলে- যুবাম্ অলিখতম্। তোমরা লিখেছিলে- যুয়ম্ অলিখত।

ভবিষ্যৎকাল বা লৃট-এর প্রয়োগ

সে যাবে- সঃ গমিষ্যতি। তারা দুজন যাবে- তৌ গমিষ্যতঃ। তারা যাবে- তে গমিষ্যন্তি। আমি যাব- অহং গমিষ্যামি। তুমি পড়বে- তুম্ম পঠিষ্যসি। তোমরা দুজন পড়বে- যুবাম্ পঠিষ্যথঃ। তোমরা পড়বে- যুয়ম্ পঠিষ্যথ। আপনি লিখবেন- ভবান্ লেখিষ্যতি।

বর্তমান অনুজ্ঞা বা লোট-এর প্রয়োগ

যাও- গচ্ছ। যান- গচ্ছতু। পড়- পঠ। লেখ- লিখ। বল- বদ।

দ্রষ্টব্য : ক্রিয়ার অনুজ্ঞাসূচক ভাব বা লোট-এর কর্তা তুম্ম, ভবান্ প্রভৃতি সাধারণত উহ্য থাকে। তবে এর অনেক ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

উচিত্য প্রকাশক ল-কার বা বিধিলিঙ্গের প্রয়োগ

তার যাওয়া উচিত- সঃ গচ্ছেৎ। আমার পড়া উচিত- অহম্ম পঠেয়ম্। আমাদের লেখা উচিত- বয়ম্ লিখেম। তোমার বলা উচিত- তুম্ম বদেঃ। তোমাদের পড়া উচিত- যুয়ম্ পঠেত।

দ্রষ্টব্য : বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার পর ‘উচিত’ শব্দ থাকলে কর্তায় ৬ষ্ঠী বিভক্তি থাকলেও সংস্কৃতে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। উপরের উদাহরণগুলিতে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক) সংস্কৃত ভাষায় পুরুষ কয় প্রকার?
- খ) ধাতু কাকে বলে?
- গ) তিঙ্গবিভক্তি কয় ভাগে বিভক্ত?
- ঘ) তিঙ্গবিভক্তির সংখ্যা কত?
- ঙ) সংস্কৃতে বচন কয় প্রকার?
- চ) দ্বিবচন কাকে বলে?
- ছ) ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্তার সম্পর্ক কি?

২। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখ :

- ক) লোট্ বিভক্তিতে ‘গঘ’-ধাতুর মধ্যমপুরুষের একবচন।
- খ) লট্ বিভক্তিতে ‘পঠ্’-ধাতুর উভমপুরুষের বহুবচন।
- গ) লঢ্ বিভক্তিতে ‘বদ্’-ধাতুর প্রথমপুরুষের দ্বিবচন।
- ঘ) লঞ্ বিভক্তিতে ‘লিখ্’-ধাতুর মধ্যমপুরুষের দ্বিবচন।
- ঙ) লৃট্ বিভক্তিতে ‘লিখ্’-ধাতুর প্রথমপুরুষের দ্বিবচন।

৩। বিধিলিঙ্গ বিভক্তিতে মধ্যমপুরুষে ‘লিখ্’-ধাতুর রূপ লেখ।

৪। লোট্ বিভক্তিতে ‘বদ্’-ধাতুর রূপ লেখ।

৫। লঞ্-বিভক্তিতে ‘পঠ্’ ধাতুর রূপ লেখ।

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) আপনি পড়েন। (খ) যাদব পড়েছিল। (গ) আমরা যাব। (ঘ) তোমরা দুজন পড়বে। (ঙ) সে যাবে। (চ) আমি বলেছিলাম। (ছ) তার যাওয়া উচিত।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) তৌ পঠতঃ। (খ) আবাম্ অবদাব। (গ) তৌ গমিষ্যতঃ। (ঘ) তৃম্ অলিখঃ। (ঙ) বয়ং লিখেম।
- (চ) ভবান् লেখিষ্যতি।

৮। পরমেশ্বরে লঞ্, লোট্ ও লৃট্-এর আকৃতি লেখ।

৯। লট্-এ সকল পুরুষ ও বচনে ‘গঘ-ধাতুর রূপ লেখ।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

অব্যয়প্রকরণম্

অব্যয়: ন ব্যয় = অব্যয়। ‘ন’ শব্দের অর্থ নেই। ‘ব্যয়’ শব্দের অর্থ ‘রূপান্তর’ বা ‘পরিবর্তন’। সুতরাং ‘অব্যয়’ শব্দের অর্থ ‘যার পরিবর্তন বা রূপান্তর নেই’। যে পদের কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়না, তাকে অব্যয় বলে।

কয়েকটি অব্যয়ের প্রয়োগ:

অদ্য (আজ)	- অদ্য অহং গমিষ্যামি- আজ আমি যাব।
অত্র (এখানে)	- অত্র আগচ্ছ- এখানে আস।
ইব (মত)	- নবনীতম্ ইব কোমলম্ শরীরম্- মাখনের মত কোমল শরীর।
কদা (কখন)	- কদা ত্রু গমিষ্যসি? - তুমি কখন যাবে?
তত্র (সেখানে)	- তত্র গচ্ছ- সেখানে যাও।
দিবা (দিনের বেলা)	- দিবা নিদ্রাং ন গচ্ছ- দিনের বেলা ঘুমিয়ো না।
ধিক্ (নিন্দাসূচক অব্যয়)	- ধিক্ বিশ্বাসঘাতকম- বিশ্বাসঘাতককে ধিক্।
নিক্যা (নিকটে)	- গ্রামং নিক্যা নদী- গ্রামের নিকটে নদী।
পুনঃ পুনঃ (বার বার)	- বালিকা পুনঃ পুনঃ রোদিতি- বালিকা বারবার রোদন করছে।
পুরা (প্রাচীনকালে)	- পুরা একঃ রাজা আসীৎ- প্রাচীনকালে একজন রাজা ছিলেন।
প্রাতঃ (প্রভাত)	- প্রাতৰ্মণং কুরু- প্রভাতে ভ্রমণ করবে।
বহিঃ (বাইরে)	- গৃহাত্মক বহিঃ ন গচ্ছ- ঘরের বাইরে যেয়ো না।
বিনা (ব্যতীত)	- দুঃখং বিনা সুখং ন ভবতি- দুঃখ বিনা সুখ হয় না।
মা (না)	- পাপং মা কুরু- পাপ করো না।
মিথ্যা (অসত্য)	- মিথ্যাভাষণং পাপম্- মিথ্যা বলা পাপ।
শীঘ্ৰম্ (সতৰ)	- শীঘ্ৰম্ গচ্ছ- শীঘ্ৰ যাও।
সহ (সঙ্গে)	- পুত্ৰেণ সহ পিতা গচ্ছতি- পুত্ৰের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন।
সদা (সর্বদা)	- সদা সত্যং বদ- সর্বদা সত্য বলবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) 'অত্র' শব্দের অর্থ যেখানে / সেখানে / সর্বত্র / এখানে ।
- খ) 'ধিক' একটি বিস্ময়সূচক / নিন্দাসূচক / প্রশংসাসূচক / ভাববোধক অব্যয় ।
- গ) অব্যয় শব্দের অর্থ যার রূপান্তর নেই / রূপান্তর আছে / কিঞ্চিৎ রূপান্তর আছে / অর্ধেক রূপান্তর হয় ।
- ঘ) 'বিশ্বাসঘাতকম্' পদের অর্থ বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা / বিশ্বাসঘাতককে / বিশ্বাসঘাতকেরা ।
- ঙ) 'মা' শব্দের অর্থ হ্যাঁ / না / কথনো না / সর্বদা ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) অদ্য অহং ——— ।
- খ) ——— ত্বম् গমিষ্যাসি?
- গ) দিবা ——— ন গচ্ছ ।
- ঘ) ——— পুনঃ পুনঃ রোদিতি ।
- ঙ) পুরা একঃ রাজা ——— ।

৩। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির সাহায্যে বাক্য রচনা কর :

কদা, বিনা, তত্ত্ব, পুরা, মা ।

৪। নিচের পদগুলির অর্থ লেখ :

দিবা, নিকষা, অদ্য, ইব, শীঘ্ৰম্ ।

৫। অব্যয় কাকে বলে? পাঁচটি অব্যয়পদের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও ।

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) আজ আমি যাব । (খ) তুমি কখন যাবে? (গ) দিনের বেলা ঘুমিয়ো না । (ঘ) গ্রামের নিকটে বিদ্যালয় । (ঙ) পুত্রের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন ।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) দিবা নিদ্রাং ন গচ্ছ । (খ) গ্রামং নিকষা নদী । (গ) বালিকা পুনঃ পুনঃ রোদিতি । (ঘ) প্রাতৰ্মণং কুরু । (ঙ) মিথ্যাভাষণং পাপম্ ।

সন্তুষ্টঃ পাঠঃ

কারক-বিভক্তিঃ

১। কারক

প্রবীরঃ গচ্ছতি (প্রবীর যায়)।

বীণা বেদং পঠতি (বীণা বেদ পড়ছে)।

উপরের প্রথম উদাহরণে ‘গচ্ছতি’ ক্রিয়ার সম্পাদক ‘প্রবীরঃ’। সুতরাং ‘গচ্ছতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘প্রবীরঃ’ পদের সম্মত আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘পঠতি’ ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে ‘বীণা’। আবার ‘বেদং’ (বেদম) পদটি ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের অবলম্বন। সুতরাং দেখা যায় ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘বীণা’ পদের সম্পর্ক আছে। আবার ‘বেদং’ (বেদম) পদটি ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের অবলম্বন। সুতরাং দেখা যায় ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘বীণা’ ও ‘বেদং’ পদের সম্মত আছে। এরূপভাবে-

ক্রিয়ার সাথে বাক্যের অন্যান্য যে পদের অন্য বা সম্মত থাকে, তাকে কারক বলে।

কারক হয় প্রকার, যেমন- কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

(ক) কর্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন- সূর্যঃ উদেতি (সূর্য উদিত হচ্ছে)। ছাত্রঃ পঠতি (ছাত্র পড়ছে)।

(খ) কর্মকারক

কর্তা যা করে তা কর্মকারক। সাধারণত ক্রিয়াপদকে ‘কি’ (কিম) বা ‘কাকে’ (কম) প্রশ্ন করে যে উক্ত পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলে। যেমন- ব্রাহ্মণঃ বেদং পঠতি (ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করছেন)। পিতা পুত্রম্ অপশ্যৎ (পিতা পুত্রকে দেখেছিলেন)।

(গ) করণকারক

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে করণকারক বলে। যেমন-

সঃ কুঠারেণ বৃক্ষং ছিনতি (সে কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করছে)। অহং লেখন্যা লিখামি (আমি কলম দ্বারা লিখছি)।

(ঘ) সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন- ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দেহি (ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। রাজা বিপ্রায় গাং দদাতি (রাজা ব্রাহ্মণকে গরু দান করছেন)।

(ঙ) অপাদানকারক

যা থেকে কোন কিছু উৎপন্ন, ভীত, পতিত, শুত প্রভৃতি বোঝায়, তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন-

উৎপন্নঃ : মেঘাং বৃষ্টিঃ ভবতি (মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়)।

ভীতঃ : শিশুঃ সর্পাং বিভেতি (শিশু সাপ থেকে ভয় পাচ্ছে)।

পতিতঃ : বৃক্ষাং পত্রাং পততি (গাছ থেকে পাতা পড়ছে)।

শুতঃ : সঃ মাতৃঃ অশৃগোৎ (সে মায়ের নিকট থেকে শুনেছে)।

(চ) অধিকরণ কারক

যে-সময়ে, যে-স্থানে বা যে-বিষয়ে কোন কাজ সম্পন্ন হয়, সেই সময়, সেই স্থান ও সেই বিষয়কে অধিকরণকারক বলে। যেমন-

স্থান: বনে ব্যাঘৎ বসতি (বনে বাধ বাস করে)।

সময়: বসন্তে কোকিলঃ কৃজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)।

বিষয়: সঃ ব্যাকরণে নিপুণঃ (সে ব্যাকরণে পারদর্শী)।

২। বিভক্তি

যে-সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদ এবং ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাদের বিভক্তি বলা হয়। বিভক্তি প্রধানত দুই প্রকার- শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি। শব্দবিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদ গঠন করে এবং ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে। শব্দবিভক্তি সাত প্রকার- প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

(ক) প্রথমা বিভক্তি

- ১। যা ধাতুও নয়, প্রত্যয়ও নয়, অথচ যার অর্থ আছে, তাকে প্রাতিপদিক বলে। প্রাতিপদিক বোঝালে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- লতা, ফলম, নদী ইত্যাদি।
- ২। কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- বিহগাঃ কৃজতি ('পাখি সব করে রব')। বালিকা পঠতি (বালিকাটি পড়ছে)।
- ৩। অব্যয়যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- দশরথঃ ইতি রাজা আসীৎ (দশরথ নামে একজন রাজা ছিলেন)।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তি

- ১। কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-
অহং পুস্তকং পঠামি (আমি বই পড়ছি)।
সঃ জলং পিবতি (সে জল পান করছে)।
- ২। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- বায়ঃ মন্দং বহতি (বায়ু ধীরে বইছে)।
কোকিলঃ মধুরং কৃজতি (কোকিল মধুর স্বরে কৃজন করছে)।
- ৩। অভিতঃ (সম্মুখে), পরিতঃ (চারদিকে), প্রতি, ধীক, নিকষা (নিকটে) প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-

গ্রামং অভিতঃ উদ্যানম (গ্রামের সম্মুখে বাগান)।
 বিদ্যালয়ং পরিতঃ প্রাচীরম (বিদ্যালয়ের চারদিকে প্রাচীর)।
 দীনং প্রতি দয়াং কুরু (দরিদ্রের প্রতি দয়া কর)।
 পাপিনং ধিক্ (পাপীকে ধিক্)।
 গ্রামং নিকষা নদী (গ্রামের নিকটে নদী)।

(গ) তৃতীয়া বিভক্তি

- ১। করণ কারকে প্রধানত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—
 বয়ং নয়নেন পশ্যামঃ (আমরা চোখ দিয়ে দেখি)।
- ২। সহ, উন, ইন, অলম্ প্রভৃতি শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন—
 পুত্রেণ সহ পিতা গচ্ছতি (পুত্রের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন)।
 একেন উনঃ (এক কম)।
 বিদ্যয়া ইনঃ (বিদ্যা ইন)।
 কলহেন অলম্ (বিবাদের প্রয়োজন নেই)।

(ঘ) চতুর্থী বিভক্তি

- ১। সম্পূর্ণান কারকে প্রধানত চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—
 ত্বক্ষার্তায় জলং দেহি (ত্বক্ষার্তকে জল দান কর)।
 দরিদ্রায় বস্ত্রং দেহি (দরিদ্রকে বস্ত্র দাও)।
- ২। নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—
 অশুয়া ঘাসঃ (ঘোড়ার জন্য ঘাস)।
 কুড়লায় হিরণ্যম (কুড়লের জন্য সর্প)।
- ৩। নমস্ (নমঃ) শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন—
 শিবায় নমঃ (শিবকে নমস্কার)।
 সরস্বত্যে নমঃ (সরস্বতীকে নমস্কার)।

(ঙ) পঞ্চমী বিভক্তি

- ১। অপাদানে প্রধানত পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—
 ধর্মাং সুখং ভবতি (ধর্ম থেকে সুখ হয়)।
 সঃ অশুৰ অপতৎ (সে ঘোড়া থেকে পଡ়ে গোল)।
- ২। হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন—
 শীতাং কম্পতে বৃদ্ধা (বৃদ্ধা শীতে কঁপছেন)।
 শোকাং ক্রন্দতি মাতা (মা শোকে কঁদছেন)।

- ৩। 'বহিঃ' শব্দযোগে পদ্ধতিমী বিভক্তি হয়। যেমন-
সঃ গ্রামাং বহিঃ গচ্ছতি (সে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে)।

(চ) ষষ্ঠী বিভক্তি

- ১। যে পদের ক্রিয়ার সাথে কোন সম্বন্ধ থাকে না তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।
যেমন- মম পুস্তকম্ অস্তি (আমার পুস্তক আছে)।
এখানে 'মম' পদের সঙ্গে 'অস্তি' ক্রিয়াপদের কোন সম্বন্ধ নেই। সুতরাং 'মম' সম্বন্ধ পদ।
- ২। 'ত্প'-ধাতুর যোগে বিকল্পে করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন-
ন অগ্নিঃ ত্প্যতি কাষ্ঠানাম / কাষ্টেঃ (অগ্নি কাষ্ঠসমূহের দ্বারা তৃপ্ত হয় না)।

(ছ) সপ্তমী বিভক্তি

- ১। অধিকরণ কারকে প্রধানত সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন-
গগনে চন্দ্ৰঃ উদেতি (আকাশে চাঁদ উঠেছে)।
বসন্তে কোকিলঃ কূজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)।
- ২। 'নিপুণ' শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন-
সঃ সংস্কৃতে নিপুণঃ (সে সংস্কৃতে দক্ষ)।
- ৩। একজাতীয় অনেকের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার নাম নির্ধারণ। নির্ধারণে ৭মী বিভক্তি হয়। যেমন-
কবিযু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ (কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ)।

সংস্কৃতানুবাদ

বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় বিভক্তি প্রয়োগের সূত্রগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

অনুবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

কর্তায় ১মা : বালকটি পড়ছে- বালকঃ পঠতি। চাঁদ উঠেছে- চন্দ্ৰঃ উদেতি।

কর্মে ২য়া : আমি রামায়ণ পড়ছি- অহং রামায়ণং পঠামি। সে জল পান করছে- সঃ জলং পিবতি।

করণে ৩য়া : আমরা চোখ দিয়ে দেখি- বয়ং নেত্রাভ্যাং পশ্যামঃ। সে কলম দ্বারা চিঠি লেখে- সঃ লেখন্যা পত্রং লিখতি।

সম্পূর্ণানে ৪থী : ব্রাহ্মণকে গীতা দান কর- ব্রাহ্মণায় গীতাং দেহি। দরিদ্রকে অনু দান কর- দরিদ্রায় অনুং দেহি।

অপাদানে ৫ঘী : গাছ থেকে পাতা পড়ে- বৃক্ষাতঃ পত্রং পততি। পাপ থেকে দুঃখ হয়- পাপাতঃ দুঃখং জায়তে।

সম্বন্ধে ষষ্ঠী : আমার বাড়িতে আস- মম গৃহম্ আগচ্ছ। এটি তার বাড়ি- ইদং তস্য গৃহম্।

অধিকরণে ৭মী : জলে মাছ থাকে- জলে মৎস্যঃ তিষ্ঠতি। পূর্ণমাতে পূর্ণচন্দ্ৰ উদিত হয়- পূর্ণমায়াং পূর্ণচন্দ্ৰঃ উদেতি।

অনুশীলনী

১। শূন্থ উত্তরটির পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

- ক) অধিকরণ কারকে প্রধানত ২য়া / ৩য়া / ৫মী / ৭মী বিভক্তি হয়।
- খ) ক্রিয়ার সাথে যার সম্বন্ধ থাকে তাকে নিপাত / অব্যয় / কারক / উপসর্গ বলে।
- গ) এক জাতীয় অনেকের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার নাম নির্ধারণ / সম্প্রদান / অপাদান / অধিকরণ।
- ঘ) সরম্বতীং নমঃ / সরম্বত্যা নমঃ / সরম্বত্য নমঃ / সরম্বন্তী নমঃ।
- ঙ) বৃক্ষাঃ পততি / বৃক্ষে পততি / বৃক্ষস্য পততি / বৃক্ষেণ পততি।

২। উদাহরণ দাও :

কর্মে ২য়া, নিকবা শব্দযোগে ২য়া, হেতু অর্থে ৫মী, সঘন্ধে ৬ষ্ঠী, নির্ধারণে ৭মী, অপাদানে ৫মী।

৩। মোটা হুরফে লেখা পদসমূহের কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

- (ক) অহং লেখন্যা লিখামি। (খ) মেঘাঃ বৃক্ষঃ ভবতি। (গ) বসল্তে কোকিলঃ কৃজতি। (ঘ) পুত্রেণ সহ পিতা গচ্ছতি। (ঙ) সঃ গ্রামাঃ বহিঃ গচ্ছতি। (চ) সঃ সংস্কৃতে নিপুণঃ। (ছ) মম পুস্তকম্ অস্তি। (জ) শ্রীগুরুবে নমঃ।

৪। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) আমি মহাভারত পড়ছি। (খ) আমরা চোখ দিয়ে দেখি। (গ) দরিদ্রকে অনু দান কর। (ঘ) পাপ থেকে দুঃখ হয়। (ঙ) আমি গ্রামের বাইরে যাব। (চ) মাতাকে নমস্কার। (ছ) দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

৫। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) কোকিলঃ কৃজতি। (খ) ব্রাহ্মণায় গীতাঃ দেহি। (গ) মম গৃহম্ আগচ্ছ। (ঘ) গ্রামঃ নিকষা বিদ্যালয়ঃ।
- (ঙ) কবিষ্য কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

৬। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও :

সম্প্রদান কারক, কর্মকারক, অধিকরণ কারক, করণ কারক, সম্বন্ধ পদ।

৭। কারক কাকে বলে? কারক কত প্রকার ও কি কি?

অভিধানিকা

অ

অচেষ্ট- চেষ্টা করেছিল। অতঃ- অতএব। অধাৰৎ- দৌড়েছিল। অবদৎ- বলেছিল। অবশ্যমেব- অবশ্যই।
অভবৎ- হয়েছিল।

আ

আগচ্ছন্তি- এসেছিল (বহু)। আৰ্তনাদম- আৰ্ত চিৎকার। আনন্দিতঃ- প্রফুল্ল।

ই

ইচ্ছামি- ইচ্ছা করি। ইত্যুক্তা- এৰূপ বলে।

ঈ

ঈশ্বৰস্য- ঈশ্বরের।

উ

উচ্চেৎ- উচ্চকষ্টে। উপদেশম- উপদেশ।

উপায়েন- উপায়ের দ্বারা।

এ

একম- এক। একমপি- একটিও।

ক

কষ্টাদি- কষ্ট থেকে। কশিৎ- কোনও। কারণম- কারণ। কীদৃশানি- কিমূল। কৃতবান্তি- করেছিল। ক্রোধঃ-
কোপ।

খ

খাদিষ্যামি- খাব।

গ

গৰ্জনম- গৰ্জন। গতঃ- গিয়েছিল।

চ

চ- এবং।

জ

জনান- জনগণকে। জাগৱিতঃ- নিন্দা থেকে উঠিত।

ত

তৎসমীপম- তার নিকটে। তৎক্ষণমেব- সেই সময়েই। তনুথে- তার মুখে। তিষ্ঠতি- থাকে। তুল্যম- মত।
তেন- তার দ্বারা। তৃঘা- তোমার দ্বারা।

দ

দুর্গয়া- দুর্গার দ্বারা। দ্রাক্ষালতাঃ- আঙুর ফলের লতাগুলি। দৈবাদি- দৈববশতঃ।

ধ

ধৃতবান্তি- ধরেছিল।

ন

নষ্টেঁ- নথগুলির দ্বারা। নিযুক্তবান्- নিযুক্ত করেছিল। নিহতবান্- হত্যা করেছিল। নিষ্ক্রিপ্তঁ- যা নিষ্ক্রিপ্ত করা হয়েছে।

প

পতিতম্- যা পড়েছে (ক্লীব)। পদাঘাতম্- পায়ের আঘাত। পাশমুক্তঁ- জাল থেকে মুক্ত। পুণ্য- পুণ্য (ক্লীব)। পুরীষম্- মল বা পায়খানা। পূজযন্তি- পূজা করে (বহু)। প্রতিদিনম্- প্রত্যেক দিন (ক্লীব)। প্রায়শঁ- প্রায়ই।

ফ

ফলম্- একটি ফল (ক্লীব)। ফলানি- ফলগুলি (ক্লীব, বহু)।

ব

বয়ম্- আমরা। বিরাজতে- বিরাজ করে বা শোভা পায়। বিশালম্- বড় (ক্লীব)। বিষুবিদ্বেষ-শিক্ষার্থঁ- বিষুব প্রতি বিদ্বেষভাব শিক্ষা করার জন্য। বৃক্ষান্- বৃক্ষগুলি। বেদাম্- ভজতব্য বা যাকে জানতে হবে (ক্লীব)।

ত

ভগতি- বলে। ভবতু- হোক। ভবিতুম্- হতে। ভবিষ্যামি- হব। ভূমৌ- মাটিতে।

ম

মধুরাণি- মধুর (ক্লীব, বহু)। মনসি- মনে। মুখাং- মুখ থেকে। মেষান্- মেষগুলি।

য

যঁ- যে, যিনি। যেন- যার দ্বারা।

র

রাজধারে- রাজবাড়িতে। রাজন- হে রাজা।

ল

লম্ফম্- লাফ। লোকাঁ- লোকগণ।

শ

শব্দম্- শব্দ। শরাধাতেন- তৌরের আঘাতে। শৃশানে- চিতায়। শ্যামলম্- সবুজ।

স

সর্বে- সকলে। সরস্বতীম্- সরস্বতীকে। স্ফুটিকস্তম্ভাং- স্ফুটিকস্তম্ভ থেকে। সিংহস্য- সিংহের। সুখেন- সুখে।

হ

হত্যম্- হত্যা করতে।

শু

শ্বলাম্ভতরে- শ্বলকাল পরে।

দ্রষ্টব্য : ক্লীব = ক্লীবলিঙ্গ। বহু = বহুবচন।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম-সংকৃত

কারো মনে কষ্ট দিও না ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।